POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ
وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

এবং যাহা কিছু আকাশ সমূহে আছে এবং যাহা কিছু পৃথিবীতে আছে সবই আল্লাহ্‌র; তিনি যাহাকে চাহেন ক্ষমা করেন এবং যাহাকে চাহেন আযাব দেন; বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

(আলে ইমরান:১৩০)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 33-34

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 15-22 আগস্ট, 2019 13-20 যুল হাজ্জা 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

পুণ্য হল ইসলাম এবং খোদার দিকে আরোহনের এক সোপান। কিন্তু স্মরণ রেখো পুণ্য কি জিনিস? শয়তান প্রত্যেক পথে মানুষকে লুণ্ঠন করে এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে।

ধন্য সেই সমস্ত মানুষ যারা আল্লাহ্‌র প্রীতি ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুঃখ-কষ্টের পরোয়া করে না। কেননা, একজন মোমেন চিরন্তন আনন্দ ও চিরস্থায়ী সুখের জ্যোতি সেই অস্থায়ী দুঃখ-কষ্টের পরই লাভ করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পুণ্য কি?

পুণ্য হল ইসলাম এবং খোদার দিকে আরোহনের এক সোপান। কিন্তু স্মরণ রেখো পুণ্য কি জিনিস? শয়তান প্রত্যেক পথে মানুষকে লুণ্ঠন করে এবং সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করে। যেমন ধরা যাক, রাত্রিতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রুটি তৈরী হওয়ায় সকালে অবশিষ্ট থেকে যায়। প্রাতরাে যখন তার সামনে সুস্বাদু ও উৎকৃষ্ট মানের খাদ্য পরিবেশিত হয়, তখন সে খাওয়ার উপক্রম করতেই দরজায় মিসকীন ডেকে উঠে অন্ন যাচনা করে বসে। তখন যদি সেই ব্যক্তি বলে, রাত্রের অবশিষ্ট রুটিগুলি তাকে দিয়ে দাও'- সেটি কি পুণ্য হিসেবে বিবেচিত হবে? বাসি রুটি তো এমনিই পড়ে থাকত। অনুগ্রহপ্রার্থী সেই রুটি কেনই বা পছন্দ করবে? আল্লাহ্ তা'লা বলেন: وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا (দাহর: ৯) একথা জানা থাকা উচিত যে, 'তয়াম' বলা হয় পছন্দনীয় খাদ্যকে। পচা কিম্বা বাসি খাদ্যকে 'তয়াম' বলা হয় ন। কাজেই, মিসকীনের ডাক শুনে সেই ব্যক্তি যদি তার সামনে টাটকা পরিবেশিত প্রিয় ও সুস্বাদু খাদ্য তাকে দিয়ে দেয়, যা সে তখনই খাওয়ার উপক্রম করছিল, তবে সেটিই হবে পুণ্য।

অকেজো এবং মূল্যহীন জিনিস খরচ করে কোন ব্যক্তি পুণ্যের দাবি করতে পারে না। পুণ্যের পথ বড়ই সংকীর্ণ। অতএব একথা মাথায় গেঁথে নাও যে মূল্যহীন জিনিস ব্যয় করে কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে- لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ (আলে ইমরান, আয়াত: ৯৩)। অর্থাৎ তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের প্রিয় বস্তু থেকে খরচ না করবে, ততক্ষণ তোমরা প্রিয়ভাজনের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। যদি না কষ্ট সহন করতে চাও আর প্রকৃত পুণ্য অবলম্বন করতে চাও তবে কিভাবে সফল হতে পার? সম্মানীয় সাহাবারা কি কোন কিছুর বিনিময় ছাড়ায় নিজেদের অর্জিত মর্যাদায় উপনীত হয়েছিলেন। জাগতিক উপাধি লাভের জন্য প্রচুর সম্পদ ব্যয় এবং কষ্ট সহন করলে তবেই কোনও একটি সামান্য উপাধি লাভ হয় যার দ্বারা আন্তরিক প্রশান্তি ও স্বস্তিও লাভ হয় না। অতএব, চিন্তা করে দেখ, রাজিআল্লাহু আনহুম (আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন) উপাধি, যা মনের প্রশান্তি এবং চিরপ্রভুর সন্তুষ্টির প্রতীক, তা কি এমনিই লাভ হয়েছে?

বস্তত: খোদা তা'লার সন্তুষ্টি, যা প্রকৃত আনন্দের উৎস, ততক্ষণ অর্জিত হতে পারে না যতক্ষণ অস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট সহন না করা হয়। খোদাকে প্রতারিত করা যায় না। ধন্য সেই সমস্ত মানুষ যারা আল্লাহ্‌র প্রীতি ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য দুঃখ-কষ্টের পরোয়া করে না। কেননা, একজন মোমেন চিরন্তন আনন্দ ও চিরস্থায়ী সুখের জ্যোতি সেই অস্থায়ী দুঃখ-কষ্টের পরই লাভ করে।

প্রকৃত মুসলমান কে?

আমি স্পষ্টভাবে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রত্যেক বিষয়ের উপর আল্লাহ্ তা'লাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় আর তিনি হৃদয়ে দৃষ্টি দিয়ে দেখেন যে এই ব্যক্তি তাঁর প্রতিই নিবেদিত, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ প্রকৃত মোমেন হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না। এমন ব্যক্তি নামেই মোমেন বা মুসলিম বলে গণ্য হয় যেহেতু মহানবী (সা.)-এর বংশধর। যেরূপে সমাজে শূদ্রদেরকে মুসাল্লি বা মোমিন নামে ডাকা হয়। মুসলমান সেই ব্যক্তিই যে اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ -এর প্রতিমূর্তি। 'ওয়াজহুন' বলা হয় মুখমণ্ডলকে। কিন্তু শব্দটি পূর্ণ সত্তা বা অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট নিজের যাবতীয় শক্তি নিবেদন করে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই মুসলমান আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য। এক মুসলমানের কথা মনে পড়ে যে কোন ইহুদীকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তাকেও মুসলমান হতে বলে। সেই মুসলমান ব্যক্তি নিজেই পাপাচারও দুরাচারে নিমজ্জিত ছিল। তাই ইহুদী সেই পাপিষ্ঠ মুসলমানকে বলল, তুমি আগে নিজের চিন্তা কর আর মুসলিম বলে দম্ভ করো না। খোদা তা'লা কেবল ইসলামের নাম বা তকমা চান না, তিনি চান ইসলামের নির্যাস। সেই ইহুদী নিজের ঘটনা বর্ণনা করে বলে, সে তার পুত্রের নাম খালিদ (দীর্ঘজীবি) রেখেছিল, কিন্তু পরের দিনই তাকে কবরস্থ করতে হয়। বোঝা গেল, কেবল নামই যদি আশিস ও কল্যাণের কারণ হত, তবে সে কেন মারা গেল? কেউ যদি কোন মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কি মুসলমান'? সে উত্তর দেয়, আলহামদোলিল্লাহ। (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র)

অতএব স্মরণ রেখো! কেবল কথা ও বাগাড়ম্বর কোনও উপকারে আসে না, যতক্ষণ কর্ম সম্পাদিত না হয়। কেবল মৌখিক শব্দ আল্লাহ্‌র কাছে কোন মূল্য রাখে না। যেরূপ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

(সূরা সাফ, আয়াত: ৪) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৩-৬৫)

১২৫ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০১৯ সালে কাদিয়ানে অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানার জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৭, ২৮ ও ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১৯ (যথাক্রমে- শুক্র, শনি ও রবিবার)। আশিসমণ্ডিত এই জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন আর পাশাপাশি দোয়াও করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করেন। এই জলসা সালানা যেন সার্বিকভাবে সফল ও আশিসমণ্ডিত হয়, এবং সৎ প্রকৃতির মানুষের হেদায়েতের কারণ হয়, সেই উদ্দেশ্যে দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা। (নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর এখন সন্তানদেরকে ধর্ম শেখান, তাদেরকে আদর্শ আবিদ গড়ে তুলুন এবং উন্নত চরিত্রের অধিকারী করে তুলুন। একটি ঘটনা রয়েছে যা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ও উল্লেখ করেছেন। এক কিশোর চুরি করত। চুরি করতে করতে সেটি তার অভ্যাসে পরিণত হয় আর বড় হয়ে সে দস্যু হয়ে ওঠে। এরপর সে মানুষ খুন করতে আরম্ভ করে। অবশেষে সে ধরা পড়ে আর ফাঁসির শাস্তি হয়। শাস্তির পূর্বে তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে তোমার শেষ ইচ্ছাটি কি? সে উত্তর দেয়, শেষ ইচ্ছাটি হল আমার মায়ের জিহ্বা চুম্বন করতে চাই। তার মাকে ডাকা হল, সেই ছেলে কাছে তার মায়ের এত জোরে জিহ্বা কামড়ে দেয় যে সেটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে খসে পড়ে। যা দেখে লোকেরা বলে তুমি একজন অত্যাচারী। সারাজীবন অন্যায় অত্যাচার করে এসেছ আর ফাঁসিতে ঝোলার মূহুর্তেও নিজের মাকে কষ্ট দিয়ে যাচ্ছ। একথা শুনে সেই ছেলেটি বলল, আমি মায়ের জিহ্বা এজন্য কেটে ফেললাম যে, যখন আমি চুরি করতাম আর মানুষ আমার মায়ের কাছে অভিযোগ করতে আসত, তখন মা আমাকে দোষ চাপা দিয়ে দিত আর আমাকে বলত কিছু হয়নি। যদি সেই সময় আমাকে সে বোঝাতো আর সঠিক অর্থে প্রশিক্ষণ দিত তবে আজ আমি দস্যু হতাম না আর ফাঁসিতে চড়তাম না। আমি মায়ের জিহ্বা এজন্য কেটে ফেললাম যে এটি তরবীয়ত করত না, বরং এটি আমার জীবন ধ্বংসকারী ছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আহমদী মায়েদের এমন হতে হবে যে তারা যেন সন্তানদের সঠিক তরবীয়ত করে তাদেরকে পুণ্যবান ও আবিদ তৈরী করে যারা বড় হয়ে দেশের সেবা করবে। আপনাদের নতুন প্রজন্মকে দেশের উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে হবে।

সব শেষে মেক্সিকোর থেকে আগত এক ভদ্রমহিলা নিবেদন করেন, আজ তিনি বয়আত করতে চান। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: বয়আত ফর্ম পূর্ণ করে বয়আত করে ফেলুন। তিনি (আই.) গোয়েতোমালার আমীর সাহেবকে বলেন, মগরিব ও ঈশার নামাযের পর বয়আত গ্রহণের অনুষ্ঠান রাখতে পারেন।

সাক্ষাতপর্বের শেষে হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলের রক্ষক ও সহায় হন।

বেলিজ থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

হুযুর আনোয়ার এক নবদীক্ষিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, আহমদীয়াত গ্রহণ করে আপনি অর্জন করেছেন? আপনি কি খোদা তা'লাকে পেয়েছেন? কুরআন করীমের জ্ঞান অর্জন করেছেন? ধর্ম লাভ করেছেন? ভদ্রমহিলা উত্তর দেন: জামাত অভাবপীড়িতদের যে সেবা করছে সেটি আমাকে প্রভাবিত করেছে। যা শুনে হুযুর বলেন, আমরা তো সর্বত্রই অভাবপীড়িতদের সেবা করে থাকি। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য আমাদের পৃথক প্রকল্প অব্যাহত রয়েছে।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: আমি দুই বছর পূর্বে আহমদী হয়েছি আর এখন আমি অন্যদেরকে কাছেও জামাতের প্রচার করছি, জামাতের বাণী পৌঁছে দিচ্ছি। আহমদীয়া সম্প্রদায় এক অসাধারণ সম্প্রদায়। কিন্তু কিছু মানুষ আছেন যারা জামাত সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। একথা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন: মিডিয় ইসলামের সুনাম হানি করেছে, তারা ইসলামকে কদর্যভাবে তুলে ধরছে। এই কারণেই কিছু মানুষ নেতিবাচক মনোভাব রাখেন।

খাদিজা নামে এক আহমদী মহিলাও দলে ছিলেন। হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি তো যুক্তরাজ্যের জলসাতেও এসেছিলেন?' ভদ্রমহিলা উত্তর দেন, ' আমি লাজনাদের তবলীগ ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। মহিলা বয়আত করে আহমদী হওয়ার পর তাদেরকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।'

হুযুর বলেন: বেলিসে আহমদীয়াত গ্রহণকারীরা সকলেই স্থানীয়। সেখানে কোনও পাকিস্তানী নেই। তবে তাদেরকে নিজেদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করতে বা তাদের সঙ্গে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের সমস্যা দেখা দিচ্ছে? হুযুর আনোয়ার বলেন, সেই মহিলাদেরকে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করুন, ইসলামী শিক্ষা অনুসারে তাদের সমস্যাবলী সমাধান করুন। মুসলমান হওয়ার অর্থ কি? খোদা তা'লার নৈকট্য অর্জন করা এবং উন্নত চরিত্র গঠন করা। হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এদের তরবীয়ত করতে হবে, প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আমি দোয়া করব যাতে আপনি তবলীগ করে এদেরকে মজবুত আহমদী করতে পারেন। হুযুর আনোয়ার বলেন: তবলীগ হল এক নিরন্তন জিহাদ। অনেক পরিশ্রম ও সাধনার প্রয়োজন। রাতারাতি হৃদয় পরিবর্তন হতে পারে না। এর জন্য দীর্ঘ চেষ্টার প্রয়োজন। খোদা তা'লা প্রত্যেক আহমদীর সহায় হন।

এক ভদ্রমহিলা বলেন, তিনি চার বছর থেকে আহমদী। যা শুনে হুযুর বলেন, আগামী বছর যুক্তরাজ্যের জলসায় আসার প্রোগাম করুন। ভদ্রমহিলা বলেন, বেলিসে যখন মসজিদ নির্মিত হবে তখন তা উদ্বোধনের জন্য হুযুর আনোয়ারকে আসতে অনুরোধ করছি। হুযুর বলেন, ইনশাল্লাহ্ তা'লা নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে আমি আশার চেষ্টা করব।

কানাডা রেজাইনা জামাতের এক সদস্যদের মধ্যে যারা সেখানকার মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, তারা বেলিসের মসজিদের জন্য একটি নকশা তৈরী করে এনেছিলেন। তারা হুযুরকে সেই নকশাটি দেখান। যা দেখে হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি লন্ডনে পাঠিয়ে দিন। সেখানে দেখে বলব কি করণীয়।

মেক্সিকো, হুন্ডেরুস, ইকুয়েডর, পানামা, প্যারাগুয়ে, কোস্টারিকা, এল স্লাভোডর-এর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে সাক্ষাত

মেক্সিকো থেকে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। দলের অধিকাংশ ছিলেন নব আহমদী। তাদের মধ্যে তবলীগাধীন সদস্যরাও ছিলেন। এঁরা ছিলেন মূলত কোয়েরেটারো, মেক্সিকো সিটি এবং মেরিডা -মেক্সিকোর এই তিনটি প্রধান জামাত থেকে। দলের অধিকাংশ সদস্যই সড়ক পথে ৩০ ঘন্টার পথ অতিক্রম করে এখানে পৌঁছেছিলেন।

হুন্ডোরাস থেকে ১০জন এবং ইকুয়েডর থেকে ৮জন সদস্য গোয়েতামালা এসেছিলেন। এছাড়াও পানামা ও কোস্টারিকা থেকে ৩জন এল স্লোভোডর এবং প্যারাগুয়ে থেকে ৪জন করে সদস্য এসেছিলেন।

এক মহিলা নিবেদন করে, পারিবারিক জীবন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেক মহিলা নিজের পরিবারকে সময় দিতে পারে না। আমি বিবাহিতা, পড়াশোনাও চালিয়ে যাচ্ছি সঙ্গে চাকুরী করতে চাই। এখন আমার কোন সন্তান নেই। হুযুর আনোয়ার বলেন: এখন তো স্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছ, মায়ের দায়িত্ব কাঁধে চাপে নি। পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হলে স্বামীর অনুমতি অবশ্যই নেওয়া উচিত। তার সম্মতি ও ইচ্ছা থাকা দরকার যাতে পরিবারে শান্তি থাকে। সেই মহিলাা উত্তর দেন, আমার স্বামী তো চাইবেন আমি বাড়িতেই থাকি, কিন্তু আমি স্বামীকে সাহায্য করতে চাই। হুযুর বলেন, মেয়েদের শিক্ষার প্রসঙ্গে বলতে হবে যে, মহিলাদের অবশ্যই শিক্ষা লাভ করা উচিত যাতে তারা সন্তানের সঠিক লালন পালন করতে পারে। ইসলামে পারিবারিক স্তরে মহিললাদের দায়িত্ব বর্তায়। খোদা তা'লা মহিলাদেরকে বাড়িতে থাকার, সাংসারিক কাজকর্ম এবং সন্তানের লালন পালনের কাজ করার আদেশ দিয়েছেন। অপরদিকে তিনি পুরুষদেরকে সংসারের যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ ও চাহিদাবলী পুরণ করার আদেশ দিয়েছেন।

হুযুর বলেন: চিকিৎসা পেশার সঙ্গে যুক্ত কাজগুলি মানবতার সেবা হিসেবে গণ্য। যদি কিছু সময় পর্যন্ত চাকরী করতে হয় আর স্বামীও মানবতার সেবা করার জন্য খুশি থাকে, তবে সেই কাজ করতে পারেন। কেবল এতটুকু মনে রাখবেন যে, অর্থাপর্জন যেন উদ্দেশ্য না হয়, বরং মানবতার সেবার মানসে এই কাজ করতে হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলাম চায় অল্পতে তুষ্ট হওয়ার বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ যতটুকু আছে তা দিয়েই সংসারের খরচ চালিয়ে নেওয়া। মানুষের আশা-আকাঙ্খা ক্রমবর্ধমান, কখনই তা লোপ পায় না বা শেষ হয় না। এই ক্রমবর্ধমান আশা-আকাঙ্খা পুরণের উদ্দেশ্যে (মহিলাদেরকে অতিরিক্ত) চাকুরী করা উচিত নয়। তবে প্রয়োজনের তাগিদে চাকুরী করা যেতে পারে। আসল কাজ ভবিষ্যতের জন্য এক উন্নত ও যোগ্য প্রজন্ম রেখে যাওয়া যারা দেশ ও জাতির সেবক হবে। যদি আহমদীয় মায়েরা নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নেয় , অর্থাৎ সন্তানের লালন পালন ও সঠিক শিক্ষা দীক্ষা প্রদান করতে হবে, তবে আগামী পঞ্চাশ বছরে বা পরবর্তীতে কালে এমন সময়ও আসবে যখন আহমদীয়াতের কারণে গোয়েতেমালার মত দেশগুলির উন্নতি হবে। এটি এমন এক দায়িত্ব যা কেবল নিজের প্রজন্মেই নয়, বরং পরবর্তী প্রজন্মেও সঞ্চারিত হওয়া জরুরী।

(ক্রমশ:.....)

জুমআর খুতবা

আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে স্বীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লার এসব কৃপা ও করুণা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জগতবাসী দেখতে পাচ্ছে যে ইসলাম কেবল আহমদীয়াতের মাধ্যমেই প্রসার লাভ করবে। ইনশাআল্লাহ্

জলসা আমাদের নিজেদের তরবীয়তের পাশাপাশি অন্যদের কাছে প্রচারেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

আমাদের এই পরিবেশ যেন সাময়িক কোন পরিবেশ না হয় বরং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই যেন ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাকে আমাদের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশকারী হয়

জার্মানী জামা'তের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং কুরবানীর স্পৃহাকে দেখে আমি বলতে পারি যে, এর জন্য যদি কিছু আর্থিক কুরবানীরও প্রয়োজন পড়ে তবে জামা'ত ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানী করবে। আল্লাহ তা'লা তাদের শক্তি-সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি করুন।

কেবল কর্মীরাই নয় বরং জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আহমদী নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আচার-আচরণের কারনে অন্যদের জন্য নীরব তবলীগের মাধ্যম হয়ে থাকে।

"তিনি সকল সমস্যা বর্ণনা করার পর ধর্মীয় শিক্ষা থেকে এর সমাধান উপস্থাপন করেছেন আর বলেছেন যে, এসব সমস্যার সমাধান খোদা তা'লাকে চেনার মাঝে নিহিত রয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম সমস্যা নয় বরং সমস্যার সমাধান।"

"আমি কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এমন সব মানুষকে দেখেছি, খোদার ওপর যাদের বিশ্বাস এবং ঈমান অনেক দৃঢ়। আমি আশা করি আপনারা পুণ্যময় এ কাজ অব্যাহত রাখবেন, এ বিষয়ে অধিক মনোযোগ এবং ভালোবাসার এ ধারাবাহিতা অব্যাহত রাখবেন। অতঃপর এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ এ বিষয়ে অবগত হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং মূল্য কী?"

"যে ভালবাসা এবং মানবতার সম্মান সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ এখানে এসে দেখেছি তদ্রুপ আমি নিজ জীবনে কখনো দেখি নি আর না অন্য কোন অনুষ্ঠানে এ রকম দেখেছি।"

"আমি ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করছি। জলসায় প্রথমবার এসেছি আর আমার বিশ্বাস, এই জলসা শান্তি অর্জনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম।"

"আমরা এখন আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এটি বলতে পারি যে, ইসলামী শিক্ষা খুব গভীর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আর নারীরা পৃথক স্থানে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি বোধ করে এবং তারা তাদের ব্যবস্থাপনা সামলানোর এবং নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদর্শনের অধিক সুযোগ পায়। "

"আবার যদি কখনো জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয় তাহলে পুরো সময় নারীদের মার্কিতেই কাটাবো। কেননা সেখানে যে পরিবেশ লাভ হয়েছে তা খুব ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ছিল। "

"বয়আত গ্রহণের সময় মনে হচ্ছিল আমার ওপর শীতল পানি পড়ছে আর এখন আমি প্রকৃত মুসলমান হয়েছি।"

"আমি এটি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে বলতে পারি যে, পৃথিবীতে কোথাও কেউ নিজের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাকে এতটা ভালোবাসেনা যতটা এখানে আমি মানুষকে নিজের খলীফাকে ভালোবাসতে দেখেছি। আর আমি এই সত্যকে স্বীকার করছি। "

জলসা সালানা জার্মানীর সফল আয়োজনের পর আল্লাহ্ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কাছে আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছেছে।

আফ্রিকা, ইউরোপ, রাশিয়া, এশিয়া এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত আহমদী ও অ-আহমদী অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১২ জুলাই , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১২ ওফা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় সম্প্রতি আহমদীয়া জামা'ত জার্মানির সালানা জলসা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি একত্রিত করে সমাপ্ত হয়েছে। যেমনটি আমি শেষ দিন বলেছিলামও, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এ বছর সেখানে উপস্থিতিও চল্লিশ হাজারের ঊর্ধ্বে ছিল। এই উন্নতি আমরা প্রতি বছরই লক্ষ্য করি। এটি কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমাদের কর্মকাণ্ড ও চেষ্টা-প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি আমাদের দান করে থাকেন। অতএব আমাদের আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী হয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে স্বীয় চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাত্রা আরো বৃদ্ধি করা উচিত যেন আল্লাহ্ তা'লার এসব কৃপা ও করুণা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জলসায় যোগদানকারী শত শত অ-আহমদী এবং অমুসলিম অতিথি এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, একটি অসাধারণ পরিবেশ ও প্রভাব দেখার সুযোগ হয়েছে। আপনরা তো এ কথা বলেই। আর কীভাবে সকল কর্মী এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত কাজ করে আর কীভাবে এত বড় সংখ্যায় মানুষ কোন ঝগড়াবিবাদ ও বিশৃঙ খলা ছাড়াই অবস্থান করে- অন্যদের কাছে এটি বিস্ময়কর ও অসাধারণ একটি বিষয়। বরং কেউ কেউ তো এটিও বলেছেন যে, এটি একটি অলৌকিক নিদর্শন। অতএব আমাদের জলসা আমাদের নিজেদের তরবিয়্যতের পাশাপাশি তবলীগের জন্যেও অনেক বড় একটি মাধ্যমে পরিণত হয়। অতএব এর দাবি হলো আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে অগ্রসর হতে থাকি আর আমাদের এই পরিবেশ যেন সাময়িক কোন পরিবেশ না হয় বরং আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষণই যেন

ইসলামের অনিন্দ সুন্দর শিক্ষাকে আমাদের প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকাশকারী হয় আর আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের উদ্দেশ্যকে সর্বদা পূর্ণ করতে থাকি।

সাধারণত আমি জলসার পর অতিথিদের প্রতিক্রিয়া এবং জলসা সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় উল্লেখ করে থাকি, তা-ও আমি উপস্থাপন করব, কিন্তু তার পূর্বে আমি নারী ও পুরুষ কর্মীদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা দিন রাত একাকার করে জলসার ব্যবস্থাপনাকে সার্বিকভাবে সার্থক করার চেষ্টা করেছেন আর এখন সেখানে সবকিছু গুটানোর কাজ চলছে তাই এখনো তারা সেখানে কাজ করে চলেছেন।

যেভাবে এখন এখানেও আর পৃথিবীর প্রতিটি বড় ও সুশৃঙ্খল জামা'তে দেখতে পাওয়া যায় যে, জলসার কাজের জন্য কর্মীরা নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং কাজকর্ম উপেক্ষা করে শুধুমাত্র জলসার ব্যবস্থাপনা এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অতিথিবৃন্দের সেবার জন্য নিজেদের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করে দেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জার্মানী জামা'তও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্তার ক্ষেত্রে অগ্রগামী একটি জামা'ত, বরং কোন কোন কুরবানির ক্ষেত্রে অনেক জামা'তের চেয়েও বেশি অগ্রগামী। কোথাও কোন ঘাটতি থেকে থাকলে তা কর্মকর্তাদের কার্যপদ্ধতি অথবা সঠিকভাবে কাজ না নেওয়া বা না করার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকে। কিন্তু জামা'তের সাধারণ সদস্যরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক ত্যাগ স্বীকারকারী। ধন, প্রাণ এবং সময়ের ত্যাগ স্বীকারকারী। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে থাকুন।

এবার অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্যবস্থাপনা এবং আমীর সাহেবও অনুভব করেছেন, যদিও এই অনুভূতি গত বছরও ছিল আর আমিও তাদেরকে কিছুকাল যাবৎ বরং কয়েক বছর ধরে বলে আসছিলাম, কিন্তু এ বছর মনে হয় তারা (বিষয়টিকে) গুরুত্বের সাথে নিয়েছেন। আর আমীর সাহেব, কেন্দ্রীয় আমেলা এবং কর্মকর্তাদেরকে এ বিষয়ে অনেক আন্তরিক মনে হচ্ছে যে, আমাদের নিজস্ব একটি বড় জলসা গাহ্ থাকা প্রয়োজন। এবার তাদের গাড়ি পার্কিং ইত্যাদিতেও সমস্যা হয়েছে যার জন্য যানজটের সমস্যা হয়েছে আর এর ফলে এক সময় মানুষের জলসা গাহে এসে অনুষ্ঠানে যোগ দিতেও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। স্বভাবতই এরূপ পরিস্থিতিতে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায়, যখন ভিড় বেশি থাকে আর ব্যবস্থাপনায়ও সামান্য ঘাটতি থাকে। কিছুটা অপ্রীতিকর অবস্থারও সৃষ্টি হয়েছে, এটিও প্রাকৃতিক বিষয় যা হওয়ারই ছিল। মানুষ অসন্তুষ্টিও ব্যক্ত করে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না, বিলম্ব হচ্ছিল আর ট্রাফিক এবং পার্কিং-এ দায়িত্বরত কর্মীরাও চিন্তিত ছিলেন। কিন্তু এ অবস্থাতেও সর্বোপরি এটিও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যে, ফোনে এম.টি.এ-এর সুবিধা থাকায় মানুষ বক্তৃতা শুনেছে অথবা অনুষ্ঠান দেখেছে বা শুনেছে। এসব বিষয় এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, জলসার কোন খোলামেলা ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এছাড়া জলসার তারিখও কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারণ করতে হয়। নিজেদের কোন স্বাধীনতা থাকে না। এবার জলসার হলও তারা একেবারে শেষ সময়ে এসে দিয়েছে। এই সমস্ত বিষয় এখন ব্যবস্থাপনার দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছে যে, তাদের নিজস্ব জায়গা থাকা উচিত, যেখানে জলসার আয়োজন করা যাবে। আমীর সাহেব আমাকে বলেছেন, তারা একটি জায়গা দেখেছেন, যা নেওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করছেন। আর এটি তাদের পছন্দও হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে যদি উক্ত স্থান জামা'তের জন্য উত্তম হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তা ক্রয় করার এবং অধিগ্রহণ করার ব্যবস্থা করে দিন আর সহজলভ্য করে দিন। আমি আশা করি, ইনশাআল্লাহ্ এমনই হবে। আর জার্মানী জামা'তের নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা এবং কুরবানীর স্পৃহাকে দেখে আমি বলতে পারি যে, এর জন্য যদি কিছু আর্থিক কুরবানীরও প্রয়োজন পড়ে তবে জামা'ত ইনশাআল্লাহ্ তা'লা এই কুরবানী করবে। আল্লাহ তা'লা তাদের শক্তি-সামর্থ্য আরো বৃদ্ধি করুন।

আমি যেমনটি জার্মানী জলসার শেষ দিন বলেছিলাম যে, জার্মানীর জলসাও এখন আন্তর্জাতিক জলসায় পরিণত হয়েছে আর ইউরোপের অধিবাসীদের জন্য তো জার্মানীর জলসায় অংশগ্রহণ করা পূর্বেও সহজ ছিল, এখন ভিন্ন কিছু দেশও যোগ দিচ্ছে যেমন সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো এবং আফ্রিকার কতক দেশ রয়েছে। এবার এটি অনুভূত হয়েছে যে, তাদেরও সেখানে আসা সহজতর ছিল আর ভিসাও সহজেই লাভ হয়েছে। এই দিক থেকেও জার্মানীতে জলসাগাহ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনার বিস্তার আবশ্যক।

কর্মকর্তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং জলসার বিষয়ে এই কথাগুলো বলার পর এখন আমি আপনাদের সামনে জলসায় আগতদের কিছু প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন করব যা থেকে জানা যায় যে, কেবল কর্মীরাই নয় বরং জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক আহমদী নিজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং আচার-আচরণের কারনে অন্যদের জন্য নীরব তবলীগের মাধ্যম হয়ে থাকে। জলসার দিনগুলোতে অআহমদী এবং অমুসলিমদের জন্য সেখানে শনিবার দুপুরে একটি পৃথক প্রোগ্রামও হয়ে থাকে যাতে আমার বক্তব্যও থাকে। সর্বপ্রথম আমি এতে অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি তুলে ধরছি। এই প্রোগ্রামের অবশিষ্ট সময় তবলীগী প্রোগ্রাম হয় অর্থাৎ তবলীগী বৈঠক, যা সেখানকার স্থানীয় ব্যবস্থাপনা অতিথিদের সাথে করে থাকে।

এ বছর তাদের তবলীগী বৈঠকে মোট এক হাজার এক শত উনআশি জন অতিথি অংশ গ্রহণ করেন। সেখানে জার্মান অতিথিদের সংখ্যা ছিল পাঁচশত দুই জন আর ইউরোপের অন্যান্য জাতির সাথে সম্পর্কযুক্ত অতিথির সংখ্যা ছিল তিনশত একচল্লিশ জন। এ ছাড়া একশত সাতান্ন জন আরব দেশীয় লোক এসেছেন। একশত চার জন এশিয়ান আর পঁচাত্তর জন আফ্রিকান অতিথিও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এভাবে অতিথিরা মোট সাতষট্টিটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

সেই অতিথিদের মঝে একজন হলেন মিষ্টার হ্যানয্ অলিভার সাহেব যিনি ফ্র্যাঙ্কফুটের একটি ল-ফার্মের সিনিয়র পার্টনার, এ দিক থেকে তিনি উকিলও বটে। তিনি এই তবলীগী বৈঠকে উপস্থিত হয়ে এবং আমার বক্তব্য শুনার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, আহমদীয়া জামা'তের ইমামের বক্তব্য আমার জন্য অত্যন্ত আবেগঘন এবং উত্তেজনাকর প্রভাব সৃষ্টিকারী ছিল। এরপর তিনি লিখেন, বাহ্যত শান্তিপূর্ণ সময়ে ও দৈনন্দিন সাধারণ কার্যকলাপে মগ্ন থেকেও আসন্ন বিপদাপদ এবং যুদ্ধকে আঁচ করতে পারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আর জামা'তে আহমদীয়ার ইমাম কেবল ভবিষ্যতের সাথে সম্পৃক্ত বিপদাপদকে সত্যিকার অর্থে অনুধাবনই করেন নি বরং একইসাথে জগৎবাসীকে সতর্কও করছেন। অনুরূপভাবে তিনি ইমিগ্রেশনকে যেভাবে রাষ্ট্রের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সম্পৃক্ত করে দেখিয়েছেন, সেই বিশ্লেষণও ছিল বাস্তবধর্মী। পুনরায় তিনি বলেন যে, একজন আইনবিদ হিসেবে আমি এই দিকটি আমার সহকর্মীদের কাছে বর্ণনা করার এবং দ্বিপাক্ষিক প্রয়োজনের বিষয়টি বুঝার গুরুত্ব সাধারণের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব কেননা সাধারণত সব মানুষ এখানে কেবল রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের আগমনের নেতিবাচক দিকগুলোর কথাই উল্লেখ করে, কিন্তু এর সাথে সংশ্লিষ্ট দেশ এবং জাতির স্থানীয় স্বার্থকে উপেক্ষা করে যা কিনা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

এরপর Vereena Ludwig (Lufthana) সাহেবা যিনি লুফথানযা এয়ারলাইন্সের আইটি ডিপার্টমেন্টের এক্সপার্ট। তিনি বলেন, বক্তব্য শোনার সময় আমি অনবরত ভাবছিলাম যে, অন্যান্য নেতারাও বক্তব্য দিয়ে থাকে আর জগৎবাসীকে আসন্ন বিপদাবলী থেকে নিরাপদ থাকার নসীহতও করেন। (এরপর বলেন যে,) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়ে কথা বলা তো নেতাদের পছন্দনীয় বিষয়, কিন্তু আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমামের বক্তব্যের মাঝে যে শক্তি ছিল তা আমি আর কোথাও দেখি নি। আর দ্বিতীয় বিষয় হলো, আলোচনার বিষয় নিয়ে বিশদ গবেষণা করা হয়েছে যা থেকে গভীর মর্মবেদনাও প্রকাশ পায়। যদি এই মর্মবেদনা না থাকে তাহলে এত বিস্তারিত বিশ্লেষণ কেউ উপস্থাপন করে না। এরপর বলেন, কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই নয় বরং সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও জগতের নেতৃস্থানীয়দের সামনে এটি স্পষ্ট করেছেন যে, বিশ্বশান্তি খোদাভীতির সাথে সংশ্লিষ্ট। যদি ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে গিয়ে পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসের জন্য আমরাই দায়ী হব। (তিনি আরো বলেন,) আমার মতে এত স্পষ্টভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, যদি বিদ্বেষ অন্তরায় না হয় তাহলে মানুষকে শিহরিত করার জন্য এই সাবধান-বাণীই যথেষ্ট আর নীতি-নির্ধারকগণ পর্যন্ত এই বাণী পৌঁছা উচিত কেননা মানবতার ব্যাপকতর উন্নতি ও কল্যাণকল্পে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর উপলব্ধি সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক।

এরপর মিষ্টার ক্লাউযে আর মিসেস হাইদে, তারা দু'জন জার্মান দম্পতি

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) কে জিজ্ঞাসা করা হল, সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? তিনি (সা.) উত্তর দিলেন: মুত্তাকি এবং স্বচ্ছ হৃদয়ের এমন মানুষ যার মুখের কথা কটু শোনালেও তা সত্য।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যোহদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

ছিলেন। তারা বলেন, এখানে আসার পূর্বে আমরা খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম। যদিও কয়েক বছর যাবৎ আমরা জামা'ত সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলাম কিন্তু জলসায় আসার বিষয়ে আমাদের দ্বিধা ছিল যার কারণ ছিল ইসলাম এবং মুসলমানদের বিষয়ে প্রচার মাধ্যম থেকে শোনা কথা। তাই আজ এখানে আসার সময় আমরা খুব ভয়ে ভয়ে ছিলাম যে, না জানি কেমন ভিড় হবে। কিন্তু এখানে আসার পর আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে এত স্বচ্ছন্দ এবং এখানকার পরিবেশ এতটাই আপন মনে হচ্ছে যেন আমরা নিজের পরিবেশেই ঘুরাফেরা করছি। এরপর আমার বক্তৃতা শেষে তার স্ত্রী বলেন, এ সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, যুদ্ধ-বিগ্রহের ধ্বংসযজ্ঞ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। (তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বলছিলেন)। আর আহমদীয়া জামা'তের ইমাম যেসব ধ্বংসযজ্ঞ এবং যেসব ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অগ্রিম সতর্ক করেছেন বা করছেন এবং যে সহানভূতির সাথে মানবজাতিকে সতর্ক করছেন এর প্রভাব আমার মতো লোকদের ওপর ভিন্নভাবে পড়ে যারা বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে। তাই আমরা এই বক্তৃতার প্রতিটি শব্দের সাথে একমত এবং আমরা চাই যেন বর্তমান প্রজন্ম যথাসময়ে এটিকে উপলব্ধি এবং অনুধাবন করে। এই মহিলার স্বামী বলেন, বিভিন্ন আশঙ্কাকে চিহ্নিত তো তিনি অবশ্যই করেছেন কিন্তু এটি বলতে গিয়ে তিনি কারো নামও নেন নি আর কথোপকথনের সময়ও এমন কোন কথা বলেন নি যা থেকে কারো প্রতি ঝুঁকে থাকার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আর কোন ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ নয় বরং বেদনাঘন সতর্কবাণীর সুরে এই নসীহত করা হয়েছে। কোন এক পক্ষে ঝুকে থাকার লেশ মাত্র প্রমাণ তার আলোচনায় দেখা যায় নি আর ধর্মীয় নেতার এমন বৈশিষ্ট্য বা মর্যাদাই হয়ে থাকে। তিনি বলেন, এই আলোচনার পর আমি এ বিশ্বাস নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, আহমদীয়া জামা'তের মাঝে বিশ্বের জন্য এক বেদনা ও উদ্বেগ রয়েছে।

এরপর মিস নোবার্ট ওয়াগনার একজন ইমিগ্রেশন উকিল। তিনি বলেন, যদিও আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি না আর আহমদীদের বিভিন্ন কেসের উকিল হিসাবে আমি অধিকাংশ বিষয়ই অবগত আছি। (ইনি আহমদীদের শরণার্থী ভিসা পাওয়া সংক্রান্ত কেস করেন।) তিনি বলেন, কিন্তু আহমদীয়া জামা'তের ইমামের আজকের বক্তব্য আমার জন্য সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিক ও নতুন বিষয় সম্বলিত ছিল। যদিও আমি আমার অনুভূতি ব্যক্ত করছি কিন্তু এই অনুভূতি প্রকাশ একধরনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যা আমি বলছি। সত্যকথা হলো এই বক্তৃতায় আমার জন্য আমার পেশাগত প্রয়োজনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি রয়েছে যেগুলোর ওপর ঘরে ফিরে গিয়ে আমি পুনরায় গভীরভাবে প্রণিধান করবো। শরণার্থী এবং দেশত্যাগকারীদের বিষয়ে আজ যে দৃষ্টিভঙ্গি আহমদীয়া জামা'তের ইমাম বর্ণনা করেছেন তা থেকে আশ্রয়দানকারী দেশ এবং শরনার্থীদের পারস্পরিক সম্পর্কের মাঝে এক ভারসাম্য আসবে এবং মর্যাদাবোধ সৃষ্টি হবে। আর বিশেষভাবে যেভাবে তিনি গাণিতিক পরিসংখ্যানের সাহায্যে বার্ধক্য ও এবং অবসর গ্রহণের বয়ঃসীমার নিরিখে জার্মানীর জনশক্তির প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন এতে আশ্রিত লোকদের আত্মসম্মানও বজায় থাকবে এবং আশ্রয়দানকারী বিভাগ সমূহেও এসব শরনার্থীর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু আমি পুনরায় বলতে চাই যে, এখন আমার জন্য এবং অভিবাসন আইন অনুশীলনকারী সহকর্মীদের জন্য এতে অনেক তথ্য উপাত্ত বা উপকরণ রয়েছে যা আমাদের কাজে লাগতে পারে। অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকেও, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মানুষের উপকার হয়।

এরপর সুইজারল্যান্ডের এক মহিলা লিজা সাহেবা বলেন, আমি একটি সংগঠনের জন্য কাজ করি এবং আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি। আজকে এই বক্তৃতা শুনার পর আমি এর প্রতিটি শব্দে শান্তি আর শান্তিই দেখতে পেয়েছি। আমি প্রতিটি শব্দে ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং মানবতার মূল্যবোধ দেখতে পেয়েছি। যদি আপনারা শান্তি, সহনশীলতা এবং মানবতাকে একীভূত করে নেন তাহলে আপনারা একটি সুন্দর সমাজের রূপায়ন করছেন। এরপর বলেন, আপনি যা-ই বলেন তা আমাদেরই উপকারার্থে। যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারী ছিল তা হলো, তিনি সকল সমস্যা বর্ণনা করার পর ধর্মীয় শিক্ষা থেকে এর সমাধান উপস্থাপন করেছেন আর বলেছেন যে, এসব সমস্যার সমাধান খোদা তা'লাকে চেনার মাঝে নিহিত রয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, ধর্ম সমস্যা নয় বরং সমস্যার সমাধান।

একজন জার্মান যুবতী বলেন, আমার কাছে এ বিষয়টি অনেক ভালো লেগেছে যে, এই বক্তৃতায় সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এর আগেও কতিপয় রাজনীতিবিদ কথা বলেছেন কিন্তু তাদের কথায় কোন ওজন ছিলনা, গতানুগতিক সাধারণ কথাই তারা বলেছেন যা যে কেউ বলতে পারে। কিন্তু এই বক্তৃতা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ছিল। তিনি প্রকৃত সমস্যার বিষয়ে কথা বলেছেন, পারমাণবিক যুদ্ধের কথা বলেছেন, পরিবেশগত পরিবর্তনের কথা বলেছেন, ইমিগ্রেশনের কথা বলেছেন, এগুলো এমন সমস্যা যা সর্বজনবিদিত এবং তিনি এগুলোর সমাধানও তুলে ধরেছেন। ধর্মের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করার পরিবর্তে ধর্মের বিস্তার ঘটানো উচিত এবং মানুষ যেন আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হয়- তিনি এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরপর বলেন, তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, সাম্প্রতিককালে যেসব যুদ্ধ হচ্ছে ধর্মের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। রাজনৈতিক বিষয়ের ওপরও বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং বলেছেন, শক্তিধর রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্র থেকে স্বার্থ সিদ্ধি করে। কখনো কখনো এই স্বার্থ প্রকাশ্যে চরিতার্থ করা হয় আবার কখনো কখনো গোপনে আর তাদেরকে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থ রক্ষার বিষয়ে বাধ্য করা হয়। এ একজন ছাত্র কিন্তু খুব ভালো বিশ্লেষণ করেছে। এর অর্থ হলো, মানুষ মনোযোগ সহকারে শুনে এবং গভীরভাবে প্রণিধানও করে।

এরপর জার্মানীর একজন খ্রিষ্টান পাদ্রী আন্দরিয়াস ওয়ায়েস রুদ বলেন, আমি জলসা সালানা দেখে যারপরনাই অভিভূতহয়েছি। সেসব আন্তরিক বন্ধুসুলভ চেহারা দেখে, এই হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশ থেকে এবং এই মহান ঐক্য ও ভালোবাসায় (আমি অনেক প্রভাবিত হয়েছি)। এরপর আমার বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এই বক্তৃতা আমাকে হতবাক করে দিয়েছে। পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে আমার এতটা উপলব্ধি ছিল না। আমারও ধারণা এটিই যে, আমরা কেবল তখনই উন্নতি করতে পারবো যখন আমরা সামাজিক মূল্যবোধ এবং শান্তির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করবো এবং সম্মিলিতভাবে শান্তির সন্ধান করবো। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমাদের এক শক্তিশালী সমাজের প্রয়োজন যেখানে আমরা সহনশীলতা ও বিভিন্ন মতবাদের সহাবস্থানের পরিবেশকে প্রতিষ্ঠিত করবো। আর এতে আন্তঃধর্মীয় সংলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এ হলো বহু উদাহরণের মধ্য থেকে মাত্র গুটিকতক উদাহরণ যা আমি বেছে নিয়েছি। এরপর জলসার প্রেক্ষাপটে সার্বিক বা সাধারণ ভাবাবেগমূলক কয়েকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি।

মেসিডোনিয়া থেকে সত্তর জনের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল। এই দলে আটজন সাংবাদিকও ছিলেন যাদের দু'জন আঞ্চলিক টিভি এবং অন্য ছয়জন জাতীয় টিভি বা বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। জলসার কার্যক্রম ছাড়াও তারা কিছু সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করেছেন, মানুষের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন আর আমারও। আমার সাথে প্রশ্নোত্তরও হয়েছে। সাংবাদিকদের পাশাপাশি এই প্রতিনিধি দলে ১৫ জন খ্রিষ্টান বন্ধু, ২৩ জন অ-আহমদী মুসলমান এবং ২৪ জন আহমদী মুসলমান অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। অআহমদী মেহমানদের মধ্য থেকে পাঁচ জন (যারা পূর্বেই জেরে তবলিগ ছিলেন) জলসার কার্যক্রম এবং অনুষ্ঠান দেখে বয়আত করেন।

মেসিডোনিয়ার প্রতিনিধি দলে এক বোন আলেকজান্দার আদভিনো সাহেবাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তার নিজস্ব কাব্যিক এবং দার্শনিক বর্ণনারীতি রয়েছে তাই আমি তা উল্লেখ করার জন্য রেখেছি। তিনি বলেন, গৃহকর্তা ব্যতিরেকে ঘরের কথা চিন্তা করা যায় না। উত্তম চরিত্র ছাড়া মানবতার কথা ভাবা যায় কি? ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাস ছাড়া মানুষের মূল্যই বা কি, আর ভালোবাসা ছাড়া মানবতার কথা কল্পনা করা যায় না। মানুষের আত্মার পবিত্রতা কেবলমাত্র শান্তিতে বসবাস এবং চতুর্দিকে শান্তি বিস্তারের মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। অনুরূপভাবে আত্মার পবিত্রতা সহিষ্ণুতা এবং পারস্পরিক সম্মানের মাঝে নিহিত। মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, খোদাতে বিশ্বাস রাখা এবং পৃথিবীতে ভবিষ্যৎকে উত্তম করা। এটি এমন এক পন্থা, যার ফলে আমরা মানবতার সুরক্ষা করতে পারব আর জামাতে আহমদীয়া এই সমস্ত কাজই সম্পাদন করে যাচ্ছে। আহমদীরা শান্তির প্রসার করে, শান্তির শিক্ষা প্রচার করে, নৈতিক গুণাবলীকে প্রতিষ্ঠা করছে আর এই চেষ্টা করছে যেন মানবসন্তান এ সমস্ত কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। আহমদীয়াত সবাইকে এক স্থানে একত্রিত করছে আর তাদের মাঝে ইবাদতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছে। আহমদীয়াত চায় যেন মানুষ আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি করে, তাদের মাঝে ঐক্য সৃষ্টি হয়, তারা যেন খোদার নৈকট্যভাজন হয়। এ বছর সালানা জলসায় আমি অনেক বেশি ভালো মানুষ প্রত্যক্ষ করেছি যারা হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে আমাদের অনেক সম্মান করছিলেন। তাদের এ বিশ্বাস রয়েছে যে, উত্তম চরিত্রের সাথে উত্তম জীবন অতিবাহিত করা যেতে পারে।

তিনি বলেন, আমি কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে এই কথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি এমন সব মানুষকে দেখেছি, খোদার ওপর যাদের বিশ্বাস এবং ঈমান অনেক দৃঢ়। আমি আশা করি আপনারা পুণ্যময় এ কাজ অব্যাহত রাখবেন, এ বিষয়ে অধিক মনোযোগ এবং ভালোবাসার এ ধারাবাহিতা অব্যাহত রাখবেন।

অতঃপর এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ এ বিষয়ে অবগত হবে যে, জীবনের আসল উদ্দেশ্য এবং মূল্য কী?

এটি এক অআহমদীর অনভূতি আর এই প্রতিক্রিয়ায় আমাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হওয়া উচিত যে, আমরা যেন প্রকৃত অর্থেই নি জেদের জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হই আর এই উদ্দেশ্যকে অর্জনকারী হতে পারি।

মেসিডোনিয়ার প্রতিনিধি দলে অংশগ্রহণকারী একটি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক যোরাঞ্চু যোরিন্সকি সাহেব বলেন, আমি দ্বিতীয়বার জলসায় অংশগ্রহণ করছি আর আমার জন্য এটি অনেক বড় এক সম্মানের বিষয়। জলসার ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল। আমার ধারণা অনুসারে জলসার ব্যবস্থাপনা গত বছরের তুলনায় অনেক উন্নত ছিল। তিনি আরো বলেন, আপনার বক্তৃতা আমি অনেক বেশি উপভোগ করেছি, এর প্রতিটি শব্দ মানবতার জন্য এক শিক্ষা ছিল। এটি এক সার্বজনীন বার্তা, অর্থাৎ 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'। তিনি আরো বলেন, খোদা তা'লার ওপর ঈমান রাখা আর সমগ্র মানুষের হিত সাধন করা, এটি এমন এক কাজ, যা সমস্ত মানুষের মাঝে বিদ্যমান মতবিরোধকে দূর করে দিবে। তিনি আরো বলেন, আহমদীয়া জামা'ত মানুষকে ইতিবাচক জিনিস শেখায়। এরপর আমার যে সংবাদ সম্মেলন ছিল, সে বরাতে তিনি বলেন, তিনি সাংবাদিকদেরকে যে উত্তর প্রদান করেছেন তা মানবতার মৌলিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ করছিল। তিনি বলেন, আমিও একজন সাংবাদিক, আমিও কোন এক সময় তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করব। অতঃপর আরো বলেন, তিনি উত্তম নসীহত করেন, আমি আশা করি বেশি বেশি মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করবে যারা মানবতার কল্যাণের জন্য কাজ করবে। পৃথিবীর মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে, ইসলাম ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আহমদীয়াতের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করবে।

অতঃপর ইউমানেস্কো সাহেব বলেন, আমি গভীরে গিয়ে আহমদী মুসলমানদের বাণী উপলব্ধি করেছি। সাংবাদিক হিসেবে আমি বিভিন্ন ধর্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষা নিয়ে যাচাই বাছাই করেছি। ধর্মের মূল ভিত্তি আল্লাহ্ তা'লা এবং মানবজাতির প্রতি ভালোবাসার ওপর নির্ভরশীল। এটি এমন এক বার্তা, বর্তমান সময়ে যার অনেক বেশি প্রয়োজন। বর্তমান যুগের বিবিধ সমস্যাবলী, যা পৃথিবীকে অস্থির করে রেখেছে এর সমাধান এই ভালোবাসার বাণীর মাঝে রয়েছে। আজ ইউরোপের অনেক বড় সমস্যা হচ্ছে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের শক্তি বৃদ্ধি, যার সমাধান শুধু আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভব যা বিভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার মাধ্যমে হবে। আমরা যদি খোদা তা'লাকে অন্বেষণ করি তাহলে আমরা জানতে পারব যে, আমাদের পরস্পরের মাঝে অনেক বেশি পার্থক্য নেই। তিনি আরো বলেন, খোদা থেকে আমরা দূরে যাব, ততটাই আমরা মানবতা এবং মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে যাব। বস্তুবাদিতা আধ্যাত্মিক-জীবন ও পারস্পরিক সম্পর্ককে ধ্বংস করে দিচ্ছে। তাই (আমাদের উচিত) আমরা যেন নিজেদের পারিবার ও বন্ধুদের এবং পারস্পরিক সম্পর্ককে রক্ষা করে চলি।

অতঃপর জানি জিপো সাহেব বলেন, আমি নিজ পরিবারকে সাথে নিয়ে জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। জলসা খুবই ভালো ছিল, এটি অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা ছিল। এরপর বলেন, মেসিডোনিয়ায় প্রথমবার আমি যখন আহমদীয়াতের বাণী শুনেছি, তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, আহমদীয়াতের বাণী মানুষের জন্য ইতিবাচক পথ প্রদর্শনের কাজ। প্রথমে আমার পরিবার এই বাণীকে গ্রহণ করে, এরপর আমাকে পথপ্রদর্শন করে। জলসা সালানায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করায় আমি আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

অতঃপর জনৈকা তানিয়া সাহেবা বলেন, আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করেছি। এখানে আমার কাছে সবকিছু নতুন ছিল এবং অনেক ভালো ছিল। সকল আয়োজন সবদিক থেকে ভালো ছিল। বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের আচরণ অনেক বন্ধুসুলভ ছিল। তারা হাসিমুখে মানুষের সাথে ব্যবহার করছিল এবং অত্যন্ত প্রফুল্লচিত্তে কাজ করে যাচ্ছিল।

অতঃপর বুলগেরিয়ার থেকে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী বলেন, মানুষ অনেক সহানুভূতিশীল ছিল, যার কারণে এখন আমি এখানে। বয়আত অনুষ্ঠানকে আমি দর্শক হিসেবে দেখছিলাম। আমার কাছে এমন ভাষা নেই যার মাধ্যমে আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারি। এত মানুষের এভাবে একত্রিত হওয়া এক অসাধারণ বিষয়।

বুলগেরিয়া থেকে ৪৯ জন সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধিদল (জলসায়) যোগদান করেছিল। তাদের মাঝে ১৫ জন আহমদী এবং ৩৪ জন অ-আহমদী এবং খ্রিষ্টান সদস্য ছিলেন। প্রতিনিধি দলের একজন খ্রিষ্টান মহিলা জুলিয়া সাহেবা বলেন, আমি এ কথা চিন্তা করে অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হচ্ছি যে, আমিও আহমদীদের জলসায় এই হাজার হাজার মানুষের সাথে যোগদান করেছি। নিঃসন্দেহে আমি একজন খ্রিষ্টান, কিন্তু (আমার বক্তৃতা সম্পর্কে তিনি বলেন,) এই বক্তব্য আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাঁর দোয়া হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারী ছিল। পবিত্র কুরাআনের তিলাওয়াতও আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং সেটির অনুবাদও। প্রশংসনীয় কথা হলো- তিনি নিজ হাতে ছাত্রদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেছেন। এরপর তিনি দোয়া করেন যে, আপনার দোয়া কবুল হোক।

বুলগেরিয়ার প্রতিনিধিদলের আরেকজন মহিলা কীস আলমিরা সাহেবা বলেন, আমার তৃতীয়বার জার্মানীর সালানা জলসায় যোগদান করার সুযোগ হয়েছে আর প্রতি বছর আমি নিত্যনতুন জিনিস শিখতে পারি। আমি বক্তব্যগুলোকে খুব মনযোগ সহকারে শ্রবণ করি কেননা আমি একজন ফিজিওথ্যারাপিস্ট এবং সাইকোলজিস্টও। আমি এসব বক্তব্যে বর্ণিত আহমদীয়া জামা'তের শিক্ষার আলোকে আমার প্রতিটি রোগীর সমস্যা উত্তমভাবে সমাধান করতে পারি। এছাড়া আমি নিজের জন্যও কল্যাণকর উপদেশাবলী সংগ্রহ করে নিয়ে যাই।

বুলগেরিয়ান প্রতিনিধি দলের আরেকজন খ্রিষ্টান মহিলা ইভাঙ্কা সাহেবা বলেন, আমার প্রথমবার জামার্নীর সালানা জলসায় যোগদান করার সুযোগ হয়েছে। সবকিছু দেখে আমি সত্যিকার অভিভূত। বিশেষভাবে সেই শিশুদেরকে দেখে অভিভূত হয়েছি যারা আমাদেরকে গ্লাসে ভরে পানি দিত।

তারপর আরেকজন মহিলা গিলিয়া সাহেবা বলেন, আমি তিন দিনই জার্মানীর জলসায় যোগদান করেছি। আমি জলসার আতিথেয়তা এবং ব্যবস্থাপনা দেখে অনেক প্রভাবিত হয়েছি। আমি সেসব সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং শুভাকাঙ্খী মানুষকে দেখেও প্রভাবিত হয়েছি যাদের সাথে জলসার সময় আমার সাক্ষাৎ হয়েছে।

হাঙ্গেরি থেকেও এ বছর প্রতিনিধিদল এসেছে যাতে আটজন মেহমান এবং এগারো জন আহমদী সদস্য ছিল। তাদের মাঝে ছিলেন সাওয়াবিন সাহেব, যার সম্পর্ক রোমা জাতির সাথে। তিনি বলেন, আমরা নিজেদের জাতির কল্যাণ এবং তাদের আইনগত সাহায্য-সহযোগিতার জন্য একটি সংগঠন গড়েছি, আর সেই সংগঠনে ষোল হাজারের অধিক সদস্য রয়েছে। তিনি জলসায় প্রথমবার অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, নিজ কর্মের কারণে বা পেশার অংশ হিসেবে তাকে বিভিন্ন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়। তিনি নানা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইহুদীদের অনুষ্ঠানেও গিয়েছেন। মুসলমানদের অনুষ্ঠানেও গিয়েছেন খ্রিষ্টানদের অনুষ্ঠানেও গিয়েছেন। তিনি বলেন, যে ভালবাসা এবং মানবতার সম্মান সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ এখানে এসে দেখেছি তদ্রুপ আমি নিজ জীবনে কখনো দেখি নি আর না অন্য কোন অনুষ্ঠানে এ রকম দেখেছি। তিনি জামা'তের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, জামা'ত তাকে এখানে এসে স্বচক্ষে এটি দেখার সুযোগ দিয়েছে যে, আমরা যে বলি 'ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো' -এর বাস্তব প্রতিফলনও এখানে হচ্ছে। তিনি বলেন, এটি তার জন্য সারা জীবনের একটি অভিজ্ঞতা। এটিকে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। জলসায় যোগদান করার কারণে তিনি অত্যন্ত আবেগ আপ্লুত। অতঃপর বলেন, নিজ দেশে যেখানে মুসলমান শরণার্থীদের সমস্যার কারণে তাদের প্রতি বিশেষভাবে ঘৃণা বিরাজমান সেখানে আমরা পূর্বেও তাদের পক্ষে জোর সমর্থন ব্যক্ত করেছি আর এখন আরো জোরালোভাবে তাদের পক্ষে কথা

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ ইমামের বাণী

"সর্বদা সত্যের সঙ্গ দাও।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

বলব যে, প্রচার মাধ্যমে মুসলমনাদের ব্যাপারে যা বলা হয় তা সম্পূর্ণ ভুল।

তারপর ওয়াফা হাসান শারমানী সাহেবা, যিনি ইয়ামেনের অধিবাসী, নিজ মাতা ও পুত্রকে সাথে নিয়ে হিজরত করে হাঙ্গেরিতে চলে আসেন। তিনি বলেন, জলসায় গত বছরও জলসায় যোগদন করেছিলাম এবং এ বছরও যোগদান করেছি। গত বছর যখন তিনি মহিলাদের অংশে গিয়েছিলেন তখন তিনি বলেন সেখানে অধিক স্বাচ্ছন্দ অনুভব করেছি। তাই এ বছর তিনি মহিলাদের অংশে গিয়েই জলসার পুরো কার্যক্রম শ্রবণ করেছেন। আর তিনি বলেন, এটি আমার জন্য বিশেষ আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ এবং আবেগঘন এক পরিবেশ ছিল।

তারপর আরেকজন মেহমান বিসন জুযী সাহেব শেষের দিন বয়আত করে জামা'তে প্রবেশ করেন। তিনি বলেন, এ কারণে আমি আল্লাহতা'লার প্রতি যারপরনাই কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, আমার বয়াতের কারণ হলো কয়েক বছর পূর্বে আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ, যার কারণে তার উপর প্রভাব পড়ে এবং তিনি বলেন যে, এরপর প্রতিবছর তিনি জার্মানীর জলসায় যোগদান করেন।

আরেকজন আহমদী বন্ধু বিকম বেতসী সাহেব বলেন, আমি ২০০৪ সালে বয়আত করি। সাংবাদিকতায় স্নাতক ডিগ্রি লাভ করি এবং ভালো রেজাল্ট করি এবং এর ভিত্তিতে ২০১৬ সনের জলসায় আমি পদকও পেয়েছি। এরপর আমি আলবেনিয়াতে অনলাইন পত্রিকায় সাংবাদিক হিসাবে কাজ করি। গত বছর জলসায় আসার জন্য যখন ছুটির আবেদন করি, তার অনুমোদন হয় নি। এ কারণে আমি চাকুরী থেকে ইস্তফা দিয়ে দিই কেননা আমি এই জলসা থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারি না। তিনি বলেন, আল্লাহতা'লা সেদিনই আমার জন্য অন্য একটি মিডিয়া কোম্পানীতে চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন যেখানে আমার এই শর্তও গৃহীত হয়েছে যে, আমি এ বছর জার্মানী জলসায় যোগদান করে ফিরে আসার পর কাজ আরম্ভ করতে পারব। তিনি বলেন, অনুরূপভাবে এ বছরও কেবল চার মাস হয়েছে একটি অন লাইন পত্রিকায় কাজ করছিলাম। কোম্পানির নিয়মানুযায়ী ৬ মাসের পূর্বে ছুটি পাওয়া সম্ভব ছিল না তবুও আমি জলসায় অংশগ্রহণের জন্য ছুটির আবেদন করি যা মঞ্জুর করা হয় নি। আমি চাকুরি ছেড়ে দেই আর সেদিনই অন্য তিনটি কোম্পানির পক্ষ থেকে আমার কাছে কাজের প্রস্তাব আসে। অতএব আমি একটি কোম্পানির কাজের প্রস্তাব এই শর্তে গ্রহণ করি যে, আমি জার্মানীর সালানা জলসায় যোগদান শেষে ফিরে এসে কাজ আরম্ভ করবো। অতএব আমার শর্ত মেনে নেওয়া হয়। এটি হলো ঈমান এবং ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রকৃত দৃষ্টান্ত যা নতুনরাও স্থাপন করছে।

অতঃপর একজন আহমদী বন্ধু গিযাম আযাচী সাহেব, যিনি ধর্মহীন সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন, কয়েক বছর পূর্বে জামা'তের সাথে তার যোগাযোগ হয়। ধর্ম এবং বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আহমদীয়া জামা'ত যেসব দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করে সেগুলো তার কাছে যথেষ্ট যৌক্তিক মনে হয় এবং তিনি তা পছন্দ করেন। এর পূর্বে মৌলভীদের কল্পকাহিনীর কারণে ধর্মের প্রতি তিনি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ। অতএব কয়েক বছর পূর্বে তিনি বয়আত করেন এবং এখন ধীরে ধীরে ইসলামী অনুশাসন মেনে চলার চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, সালানা জলসা আমার কাছে দারুণ লেগেছে। ব্যবস্থাপনা এবং আতিথেয়তার মান প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ছিল। আর লাজনাদের উদ্দেশ্যে এবং সমাপনী অধিবেশনে আমার যে ভাষণ ছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি আমাকে খুবই প্রভাবিত করেছে আর এই বাণী আমাদের পুরুষদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত।

অতঃপর একজন মেহমান হলেন এলি শুরান্চি, যিনি আলবানিয়ার অধিবাসী কিন্তু জার্মানিতে বসবাস করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক আহমদীর জন্য এই সালানা জলসা একটি মহান আধ্যাত্মিক সম্মেলন যেখানে জামা'তের সদস্যরা ছাড়াও অন্যান্য ধর্ম ও জাতির সাথে সম্পৃক্ত একটি বড় জনসংখ্যা অংশগ্রহণ করে থাকে। সালানা জলসায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একদিকে তারা যেমন ইসলামের মৌলিক শিক্ষামালা সম্পর্কে অবহিত হয়েছে সেখানে অপরদিকে আহমদীয়া জামা'তে প্রতিষ্ঠিত খিলাফত ব্যবস্থার মাধ্যমে সুন্দর এই শিক্ষামালার বাস্তব দৃষ্টান্ত অবলোকনের অভিজ্ঞতাও অর্জন হয়। তিনি বলেন, এই তিন দিনে পুরুষ এবং মহিলাদের জলসাগাহে বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয় এবং বর্তমান যুগের পরিবর্তন এবং চ্যালেঞ্জ বিপরীতে ইসলামের চিরসুন্দর শিক্ষামালা উপস্থাপন করা হয়। তিনি বলেন, একজন আহমদী মুসলমান হিসেবে আমি সারা বছর এই আধ্যাত্মিক জলসার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করি কেননা এখানে প্রকৃত ভালোবাসার একটি স্পৃহা পরিলক্ষিত হয় যা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। তিনি আরো বলেন, জামা'তের সকল সদস্যের পক্ষ থেকে নিষ্ঠাপূর্ণ এবং স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। এই জলসায় এসে আমার মনে হয় যেন আমি জান্নাতে আছি এবং পৃথিবীর সবচেয়ে সৌভাগ্যবান মানুষ। আর পরবর্তী বছরের জলসার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি।

জর্জিয়া থেকে ৮৫জন সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল জলসায় অংশগ্রহণ করে যা রাশিয়ার যে কোন দেশ থেকে আগত সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি দল ছিল। একটি জনকল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান বীসু সাহেব বলেন, জামা'তের অনেক সদস্যের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে এবং আমি কথা বলার সময় এ বিষয়টি যাচাই করার চেষ্টা করেছি যে, এই জামা'ত কতটা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা পোষণ করে। এ উদ্দেশ্যে আমি দুইজন আহমদীর সাথে কথা বলেছি এবং কথার মাঝে হঠাৎ আমি বলি যে, আমি মুসলমান নই বরং একজন খ্রিষ্টান। আমার ধারণা ছিল, এটি শুনে তাদের আচরণ পাল্টে যাবে কিন্তু আমি এটি দেখে বিস্মিত হই যে, আহমদী বন্ধুরা যেভাবে পূর্বে হাসিমুখে কথা বলছিল ঠিক সেভাবেই নিজেদের উত্তম চরিত্র প্রদর্শন অব্যাহত রাখে এবং কোন ধরনের বিদ্বেষ প্রকাশ করে নি। সুতরাং এভাবেও অ-আহমদীরা আমাদেরকে যাচাই করার চেষ্টা করে থাকে।

জর্জিয়ার কাফেলায় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ের ছাত্রী নানোকা সাহেবাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বয়আতের অনুষ্ঠান সম্পর্কে তার অনুভূতি এভাবে ব্যক্ত করেন যে, বয়আতের অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণরূপে আবেগে ভরপুর ছিল। আমি এখানে ধর্মীয় সম্প্রীতির একটি অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেয়েছি আর জানতে পেরেছি যে, বিভিন্ন বর্ণ ও জাতিগোষ্ঠির মানুষ কীভাবে সুখে-শান্তিতে সহাবস্থান করতে পারে। আমি ধর্মীয় জ্ঞানার্জন করছি। এই জলসায় প্রথমবার এসেছি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, এই জলসা শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উত্তম একটি মাধ্যম।

আরেকজন মহিলা নানা কুটিয়ানী সাহেবা বলেন, আমি মুসলমানও নই আর খ্রিষ্টানও নই কিন্তু এই জলসায় আসার পর আমি নিজেকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট দেখতে পাচ্ছি এবং আমি এটি চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি যে, স্বীয় ধর্মের ব্যাপারে এবার একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এরপর জর্জিয়ার একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র জর্জিও সাহেব, যিনি একজন ইমামের ভাতিজা, তিনি বলেন, আমি কেবল নামমাত্র মুসলমান, কিন্তু জলসায় অংশগ্রহণ করে আর আহমদীয়া জামা'তের ইমামের ভালোবাসা দেখে এখন আমি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে আরো বেশি পড়াশুনা করবো।

কসোভো থেকেও ৪৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল এসেছিল যাতে ৩০ জন আহমদী ছিলেন এবং বাকী ১৫ জন ছিলেন অ-আহমদী। এক বন্ধু জনাব শেব যাকার্জি, যিনি দ্বিতীয়বারের মতো জলসায় অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, জলসায় যেতে হবে শুনে আমি খুবই আনন্দিত হই কিন্তু এই সফরের পথখরচের বিষয়টি সামনে এলে কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে যাই। তিনি বলেন, কিন্তু যুগ-খলীফার সাথে সাক্ষাৎ এবং জলসায় অংশগ্রহণ করার জন্য আমার মাঝে এক ব্যাকুলতা ছিল, তাই আমি আমার একটি গরু বিক্রি করে জলসায় যাওয়ার পথ খরচ সংগ্রহ করি। অতএব এভাবেও মানুষ আহমদী হওয়ার পরে কুরবানী করে জলসায় যোগদানের চেষ্টা করে থাকে। এগুলো পুরাতন যুগের দৃষ্টান্ত যা তারা এখনো স্থাপন করে চলেছেন।

কসোভোর প্রতিনিধি দলে একজন বন্ধু মিস্টার স্কেন্ডার আসলানী সাহেব ছিলেন যিনি আলবেনিয়ান ভাষা এবং সাহিত্যের শিক্ষক। তিনি এ বছর বয়াত গ্রহণেরও সৌভাগ্য পেয়েছেন। তিনি বলেন, আমি অনেক খুঁজেও এ জলসার ব্যবস্থাপনায় কোন ত্রুটি খুঁজে পাইনি। বক্তৃতা খুব উন্নত মানের ছিল। আর আমার বক্তৃতা সম্পর্কে বলেন যে, এতে অনেক

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Amir Murshidabad District**

ইমামের বাণী

"আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির পথ সন্ধান করার চেষ্টা করা উচিত।"

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ১৭ই মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata**

প্রভাবিত হয়েছি। তিনি আরো বলেন, বয়আত করা একটি মহাপুরস্কার যার মূল্যায়ন আমাদের সবার করা প্রয়োজন, কেননা এ পরিবেশে একহাতে ঐক্যবদ্ধ হওয়া-ই সাফল্যের চাবিকাঠি।

মাল্টা থেকে জলসায় অংশগ্রহণকারী তিনজন ভদ্রমহিলা মহিলাদের মার্কিতেও যায়। তারা বলেন, আমাদের প্রতি অনেক খেয়াল রাখা হয়েছে এবং বার বার আমাদের (প্রয়োজন) জিজ্ঞেস করা হয়েছে। মহিলাদের মার্কিতে এক পরিবারের মতো পরিবেশ ছিল। অবস্থা এমন ছিল যেন আমরা পরস্পরকে খুব ভালোভাবে চিনি, বরং হয়ত যুগ যুগ ধরে জানি, অথচ আমাদের মাঝে প্রথম সাক্ষাৎ হচ্ছিল।

তিনি আরো বলেন, মহিলাদের মার্কিতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। আমরা দুদিকের পরিবেশেরই অভিজ্ঞতা লাভ করেছি এবং ইসলামী শিক্ষা, যাতে নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথ ক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, এর প্রকৃত ও গভীর তত্ত্ব এবং দর্শন অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছি। আমরা এখন আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে এটি বলতে পারি যে, ইসলামী শিক্ষা খুব গভীর ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আর নারীরা পৃথক স্থানে অধিক স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রশান্তি বোধ করে এবং তারা তাদের ব্যবস্থাপনা সামলানোর এবং নিজেদের যোগ্যতা ও দক্ষতা প্রদর্শনের অধিক সুযোগ পায়।

অতএব অন্যরাও এটি মানতে আরম্ভ করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। আমাদের নতুন প্রজন্মের কিছু মেয়েদের মনে অনেক ধারনা আসে যে, ব্যবস্থা একসাথে কেন হয় না এবং একত্রিত নয় কেন, স্বাধীনতা নেই ইত্যাদি, তাদেরও ভাবা উচিৎ।

মাল্টা থেকে জলসায় আগত নববিবাহিতা এক অতিথিনি বলেন, মহিলাদের উদ্দেশ্যে আপনার যে বক্তৃতা ছিল তাতে আমি খুব অভিভূত হয়েছি। নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি আপনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরিবারে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। এ ব্যাপারে আপনার এ দিক-নির্দেশনা সর্বদা খুব ফলপ্রদ সাব্যস্ত হবে। তিনি এ সম্পর্কে আরো বলেন, ইসলাম বিবাহের পূর্বে পবিত্রতা ও সতীত্ব রক্ষার যে শিক্ষা দেয় তা খুবই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও সার্বজনীন। এটি খুবই জরুরী বিষয়। আত্মিক ও দৈহিক পবিত্রতা এবং তাকওয়া ও পরহেজগারীর দিকেও আমাদের দিক নির্দেশনা দি য়েছেন। পুনরায় বলেন, আবার যদি কখনো জলসায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয় তাহলে পুরো সময় নারীদের মার্কিতেই কাটাবো। কেননা সেখানে যে পরিবেশ লাভ হয়েছে তা খুব ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ছিল।

কিরগিজস্তান থেকে আগত একজন মেহমান বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে অসাধারণ অনুভূতি হয়েছে। আহমদী হবার পূর্বে আমি কখনো কাঁদিনি। কিন্তু শুধু কাদিয়ান ও এরপর জার্মানীতে কেঁদেছি। অনুভব করছিলাম যে হৃদয়ে এক বিগলন ও পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি মানুষের বয়াত গ্রহণ আমার ঈমান বৃদ্ধির কারণ হচ্ছিল। আমি পূর্বে মৌলভী ছিলাম। যখন আহমদীয়া জামা'তের পুস্তকাদি অধ্যয়ন করি তখন ঐসব বিষয় যা পবিত্র কুরআনে দাজ্জাল ও মসীহ্ মওউদ আলাইহিস্ সালাম প্রমুখ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রকৃত তত্ত্ব বুঝতে পারি। বয়আত গ্রহণের সময় মনে হচ্ছিল আমার ওপর শীতল পানি পড়ছে আর এখন আমি প্রকৃত মুসলমান হয়েছি।

এরপর তাজিকিস্তান থেকে একজন মেহমান ছিলেন আব্দুস সাত্তার সাহেব। তিনি বলেন, আমি আহমদীদের সম্পর্কে শুনেছিলাম যে, তারা মুসলমান নয় আর মদকে হালাল মনে করে। জলসায় যোগদানের পূর্বে আমি জার্মানীতে আহমদীদের সুবহান মসজিদ দেখেছি, আর তাতে নামায পড়ার পর জানতে পারি যে, তারা মুসলমানএবং ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভে আমল করে। জলসায় যোগদান করে জানতে পারি যে, তারা ইমাম মাহদীকে মানে আর মোটেই মদ পান করে না এবং পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী মান্য ক রে। এখানে জলসায় যোগদানের পর আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে আমি বহু তথ্য পেয়েছি। আমি মৌলিকভাবে আপনাদেরকে মুসলমান ভাবতে আরম্ভ করেছি। ধর্ম এবং ইসলামের মৌলিক বিষয় সমূহ (আপনাদেরও) তা-ই যা মুসলমানদের রয়েছে। হজ্জের পর দ্বিতীয়বার এখানে এত সংখ্যক মুসলমানকে একত্রিত হতে দেখেছি।

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ও জামাত আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পথপ্রদর্শন করেন।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

লিথুয়ানিয়া থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৫৮। তাদের মাঝে ৪০জন অআহমদী ছিল এবং ১২জন আহমদী। তাদেরই একজন পিতরাস ইয়ানুলিওনুস নিজ মনোভাব প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, জলসায় আগমনের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভালো ছিল না। কিন্তু জলসায় যোগদানের পর ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণা ইতিবাচক হয়েছে। আমি জলসায় এই বিষয়টি অনুভব করেছি যে, মুসলমানরা নিজেদের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। বরং আমি এটি বলব যে, খ্রিষ্টানদের তুলনায় তারা অনেক বেশি নিষ্ঠাবান।

এরপর লিথুয়ানিয়ার একজন ভদ্রমহিলা মনিফা সাহেবা বলেন, জলসায় যোগদানের পূর্বে ইসলাম সম্পর্কে আমি দ্বিধান্বিত ছিলাম, কেননা কতিপয় মুসলমান অনেক উগ্র এবং অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে অসহনশীল হয়ে থাকে। কিন্তু জলসায় যোগদানের পর আমি বুঝতে পেরেছি যে, আহমদী মুসলমানরা অন্যদের মতামত ও ধর্মকে সম্মান করে আর সকল মানুষের মাঝে সম্প্রীতি এবং ভালোবাসার বিস্তারকারী।

লিথুয়ানিয়া থেকে একটি লইয়ার কম্পানির প্রধান শারূন সাহেব এসেছিলেন। তিনি বলেন, সালানা জলসা অনেক গুরুত্ব বহন করে, কেননা এতে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে জানা যায় আর ইসলাম সম্পর্কে যেসব ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তা খণ্ডন হয়।

সিরিয়ার একজন বন্ধু, যিনি ২০১৯ সনের জানুয়ারি মাসে বয়আত করেছিলেন, তিনি নিজের বয়আত করার ঘটনা বর্ণনা করে বলেন যে, তার পিতা ২০০৮ সনে সিরিয়ায় বয়আত করেছিলেন। এরপর তার এক ভাই বয়আত করে। কিন্তু আমি তিনবার জলসায় এসেছি, আর মানুষকে আবেগে কাঁদতে দেখে আমি আশ্চর্যান্বিত হতাম এবং (মনে মনে) হাসতাম যে, এরা কেন কাঁদে। কিন্তু আমি বিরোধীই রয়ে যাই, বয়আত করি নি। এরপর খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি যে, যদি এই জামা'ত সত্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা যেন স্বয়ং পথপ্রদর্শন করেন। এতে আমি স্বপ্নে দেখি যে, এমনই মুলাকাতের উপলক্ষ্য, মানুষ বসে আছে আর আমি প্রথম সারিতে বসে আছি। সবাই চুপ করে আছে। এরপর (আমাকে বলেন যে,) আপনি এসেছেন আর আমি আবেগের আতিশয্যে কাঁদতে আরম্ভ করি। তখন তাকে আমি নিজের কাছে ডাকি আর স্নেহের সাথে বলি যে, এখানে এসে (আমার) পাশে বসে যাও। তিনি বলেন, তখন আমি জেগে উঠি আর বয়আতের জন্য আমার মন পরিষ্কার হয়ে যায় এবং আমি বয়আত করি। তিনি নিজে এই ঘটনা আমাকেও শুনিয়েছেন, আর তখনও খুবই আবেগাপ্লুত ছিলেন, মুলাকাতের সময় এবং পরবর্তীতেও যখনই তার ওপর দৃষ্টি পড়তো অত্যন্ত আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন।

বেলজিয়াম থেকে আগত এক যুবক ডোস লোখ বালন সাহেব বলেন, আমি কয়েক মাস পূর্বে বয়আত করেছি। প্রথমবার জলসায় যোগদান করেছি। এই জলসায় যোগদান করে খুবই আশ্চর্য হয়েছি যে, এত সুন্দর ভ্রাতৃত্বপূর্ণ পরিবেশ,পূর্বে যার কথাআমি শুনেছিলাম, এই জলসায় তার বাস্তব চিত্র দেখার সুযোগ হয়েছে। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, এই আধ্যত্মিক পরিবেশে আসতে পেরেছি।

সেনেগাল থেকে আগত একজন অতিথি ছিলেন যিনি নিজ এলাকার কমিশনার। তিনি আমার সাথে সাক্ষাতের উল্লেখ করে বলেন, আমি সাক্ষাত করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আর ভালোবাসা এবং তৌহীদ সম্পর্কিত আপনার যে বক্তৃতা উপস্থাপিত হয়েছে, তাতে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, আমি যদি এই জলসা না দেখতাম এবং আপনার সাথে সাক্ষাৎ না করতাম তাহলে আমার জীবনে আমি অনেক বড় একটি শূন্যতা অনুভব করতাম। আজ আমি মনে করছি যে, আমার জীবনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেছে।

এছাড়া তিনি একটি নৌকা নিয়ে এসেছিলেন এবং নিজের কোলে নিয়ে বসেছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটি একটি উপহার যা আমরা আপনার জন্য নিয়ে এসেছি। তিনি আরো বলেন, এটি শান্তির নৌকা, 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে'- এই বাণীর নৌকা। এখন

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্ তা'লার কৃপা ও করুণা আকর্ষণের জন্য নিজের অবস্থার সংশোধন প্রয়োজন।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

যে এতে আরোহন করবে সে-ই নিরাপত্তা লাভ করবে। আর এটি আহমদীয়াতের নৌকা। এছাড়া নৌকা উপহার দেয়ার আরেকটি অর্থ হলো- আমাদের দেশের অর্থনীতি এর সাথে সম্পৃক্ত, সেখানে জেলের সংখ্যা বেশি। তাই আমাদের দেশের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করবেন।

এরপর তার সাথে আরেকজন অতিথি ছিলেন, যিনি সেখানকার স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক। তিনি আমাদের হাসপাতালের প্রেক্ষিতেও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে, এখানে এসে তিনি ইসলাম সম্পর্কে অনেক কিছু দেখেছেন। আরো বলেন, আমি পৃথিবীর বহু দেশ দেখেছি। ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সম্মেলনও দেখেছি। আমেরিকা এবং ইউরোপ সব জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত এমন ব্যবস্থাপনা, এমন প্রকৃত ইসলাম আর ইসলামের প্রকৃত চিত্র এর পূর্বে কখনো দেখি নি। এমন আনুগত্য কখনো প্রত্যক্ষ করি নি যা আমি এখানে মানুষের মাঝে দেখেছি। আর খিলাফতের প্রতি এমন ভালোবাসাও আমিআর দেখি নি। তিনি বলেন, আমি এটি অন্তর্দৃষ্টির ভিত্তিতে বলতে পারি যে, পৃথিবীতে কোথাও কেউ নিজের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নেতাকে এতটা ভালোবাসেনা যতটা এখানে আমি মানুষকে নিজের খলীফাকে ভালোবাসতে দেখেছি। আর আমি এই সত্যকে স্বীকার করছি।

এরপর একজন ডাক্তার মোজাও সাহেব ছিলেন। উপরোক্ত ব্যক্তিই মোজাও সাহেব। তিনি আরো বলেন, আমরা মন থেকে এই সত্যকে গ্রহণ করছি যা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এটি এমন এক সত্য যা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আর আমরা এবং আমাদের হৃদয় আজ থেকে আপনাদের সাথে আছে। যা কিছু আমরা দেখেছি এবং আপনার কাছ থেকে শুনেছি তা আমরা অনুভব করেছি আর এর ওপর আমরা আমল করার চেষ্টা করব।

বসনিয়ান প্রতিনিধি দলও যোগদান করেছিল যাদের সদস্যসংখ্যা ছিল ৭৪। স্থানীয় একটি এন জি ও-র প্রতিষ্ঠাতা এবং তাদের প্রধান ইয়াসমিন সাপাচিত সাহেবা বলেন, আপনাদের ইসলাম এবং ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার প্রতি ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার প্রচার আপনাদের ভালোবাসা ছড়ানো কথায় হয়ে থাকে। সেইসাথে মহানবী (সা.) এর পবিত্র চরিতের প্রেক্ষিতে কৃত নসীহত হৃদয় ছুয়ে যাচ্ছিল। এটিই সেই কাজ যা মহানবী (সা.) করতেন। তিনি আরো বলেন, আমি খোদা তা'লার কাছে দোয়া করি যেন পরবর্তী জলসা এর চেয়েও উত্তম হয় এবং এই জলসা উম্মতে মুহাম্মদীয়ার (সা.) মাঝে বল এবং একতা সৃষ্টির কারণ হয়।

এরপর ইয়ামিনা চশভিশ সাহেবা বলেন, জলসায় যোগদান করে আমি এটি বুঝতে পেরেছি যে, জলসার পরিবেশে এমন শক্তি এবং প্রভাব রয়েছে যাতে আধ্যাত্মিকভাবে মৃত মানুষের মাঝে জীবনিশক্তি ফিরে আসে।

এরপর ইলমাক ক্রেমিশ সাহেবা বলেন, আমি এই উপলক্ষ্য থেকে কল্যাণমণ্ডিত হয়ে আহমদীয়া জামা'তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে, আমাকে এই মহান জলসায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আতিথেয়তা এবং জলসার সকল ব্যবস্থাপনা আমাকে আশ্চর্যজনকভাবে প্রভাবিত করেছে। আর বিশেষ করে আমার এই সাপ্তাহিক ছুটির দিনটি এমন লোকদের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে যাদের চেহারায় সর্বদা হাসি ছিল।

বয়আতের অনুষ্ঠানে ১৬টি দেশের ৩৭জন বন্ধু বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করে যার মাঝে রয়েছে আলবেনিয়া, সারবিয়া, হল্যান্ড, জার্মানী, চেচনিয়া, রোমানিয়া, কসোভো, বেলজিয়াম, সিরিয়া, তুরস্ক, উজবেকিস্তান, লেবানন, সেনেগাল, ঘানা, গাম্বিয়া, গিনি কোনাক্রি অন্তর্ভুক্ত।

একজন বন্ধু মিস্টার লেবিনো কসোভোর একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল। তিনি বলেন, সালানা জলসা আমার ওপর এক বিশেষ আবেগঘন প্রভাব ফেলেছে। আর বিশেষত যখন আপনি সেখানে বলেছেন যে, বসে যাও তখন এত বড় সমাবেশের সবাই তাৎক্ষণিকভাবে বসে যায়- এটি পৃথিবীর কোথাও দেখতে পাই নি। পুনরায় তিনি বলেন, জলসায় যোগদানের পর আমার ভাষ্য হলো, এই জলসা তিন দিনের নয় বরং ত্রিশ দিনের হওয়া উচিত। তিনি বলেন, আমার বয়আত করার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সবকিছু থেকে এবং এটি (অর্থাৎ বয়আতের অনুষ্ঠান) থেকে আমি এতটাই প্রভাবিত হয়েছি যে, বয়আতের সময় আমার ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমার হাত উঠে যায় এবং আমি বয়আতের বাক্যাবলী আওড়াতে আরম্ভ করি। আর এখন আমি বয়আত করে নিয়েছি। শুধু বাহ্যিকভাবে নয় বরং প্রকৃত অর্থেই আমি বয়আত করেছি।

এরপর আজারবাইজান থেকে আগাসেফ সাহেব বলেন, আমি কখনো ভাবিওনি যে, আমি আধ্যাত্মিকতার এত উন্নত মান দেখতে পাব। মুরব্বী মাহমুদ সাহেব আমাকে জামা'ত সম্পর্কে এবং এর বিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দিতে আরম্ভ করলে আমার কাছে এসব বানোয়াট এবং মিথ্যা মনে হয়। আমি এসব কথা শুনতেই অস্বীকার করি। কিন্তু আমি জানতাম না যে, সত্যের এই শক্তি অতি দ্রুত আমাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করবে। নিশ্চিতভাবে জামা'তের সত্যতা এবং এর উপস্থাপিত দলীল-প্রমাণ অনেক সুদৃঢ়। ভিডিওতে দেখা দৃশ্যাবলী এখানে এসে বাস্তবে দেখার সুযোগ লাভ হয়েছে। জলসায় বিভিন্ন লোকের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়েছে। কিন্তু সবার সাথে সাক্ষাতে একই রকম আন্তরিক অনুভূতি হতো, যা নিশ্চিতভাবে এ কথার প্রমাণ যে, এরা একতাবদ্ধ জামা'ত। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে আপনার হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য প্রদান করেছেন। আমাকে যখন প্রথমবার জানানো হয় তখন আমার বিশ্বাস হয় নি। আমি চার-পাঁচবার জিজ্ঞেস করি যে, সত্যিই কি আমি যুগ খলীফার হাতে হাত রেখে বয়আত করব? তিনি বলেন, আমার চোখে অশ্রু চলে আসে আর একইসাথে আমি চিন্তিত হই যে, আমার তো এই যোগ্যতা নেই। অতঃপর আমি অনবরত দরূদ শরীফ এবং ইস্তেগফার পাঠ করা আরম্ভ করি। বয়আতের সময় পর্যন্ত আমি কিছু খেতেও পারি নি আর অন্য কিছুও করতে পারি নি। আলহামদুলিল্লাহ্, বয়আতের সময় আসে। আল্লাহ্ তা'লা আমাকেএমন শক্তি প্রদান করেন আর আধ্যাত্মিক সুযোগ দান করেন যে, বয়আতের পর আমি সেজদায় লুটিয়ে পড়ি এবং সেই সত্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যিনি নিজের এই অধম পাপী বান্দাকে আপনার হাতে বয়আত করার তৌফিক দান করেছেন। জলসার পর আমি জানতে পারি যে, মুলাকাতেরও একটি সুযোগ লাভ হবে। সারাদিন আমি বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে থাকি কিন্তু মুলাকাতের সময় আমি তা ভুলে যাই। শুধু সবচেয়ে বেশি চিন্তায় ফেলার প্রশ্ন স্মরণ থাকে যে, জলসা শেষে নিজের দেশে ফিরে যাওয়ার পর আধ্যাত্মিকতার এই মান বজায় থাকবে কি? এর উত্তরে তিনি বলেন, তা বজায় রাখার জন্য সূরা ফাতেহা, **'ইহদেনাস সিরাতাল মুস্তাকিমা সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম'** এবং ইস্তেগফার নিয়মিত পাঠ করতে থাক। তিনি বলেন, এখান থেকে আমি এই প্রতিজ্ঞা করে ফিরে যাচ্ছি যে, আগামী জলসা পর্যন্ত আমি এই নসীহতের ওপর আমল করে যাব এবং পরবর্তী জলসায় এসে বলব যে, আমি এই নসীহতের ওপর আমল করেছি। আল্লাহ্ তা'লা তার নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতায় ক্রমাগত উন্নতি দান করুন।

কসোভোর প্রতিনিধি দলে একজন বন্ধু ছিলেন যিনি প্রথমবার (জলসায়) যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, নিজের অনুভূতি এবং আবেগ প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। আমার জীবনে বহু দিন থেকে এই বাসনা ছিল যেন এমন কোন সত্তাকে আমি পাই যিনি সারা বিশ্বের জন্য চিন্তা করেন এবং যার সাথে সাক্ষাতে আমার সকল সমস্যা এবং কষ্ট দূরীভূত হবে। আমার এই জলসায় অংশগ্রহণ খোদা তা'লার ইচ্ছার অধীনে হয়েছে আর বয়আত করার সময় এমন মনে হয়েছে যেন আমি খোদা তা'লার নিকটবর্তী হয়ে গেছি।

এরপর আলবেনিয়ার পেল্লুম্ব (Pellumb) সাহেব বলেন, আমি আপনার হাতে বয়আত করেছি এবং জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আমি এর জন্য আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তৌফিক প্রদান করেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অতি কৃতজ্ঞ যে, এক বছর পূর্বে আমি ঈমানশূন্যছিলাম। এ বছর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ঈমানের সম্পদ দান করেছেন। পুরোপুরি ধর্মহীন পরিবেশে আমার জন্ম এবং লালন পালন হয়েছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা সালানা জলসায় যোগদান এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে আমাকে ঈমানে সজ্জিত করেছেন।

ডাক্তার মাহমুদ মুহাম্মদ সাহেব বলেন, দুই বছর পূর্বে যখন আমি প্রথমবার জলসায় যোগদান করি তখন আমারঅদ্ভুত লেগেছে আর আমার জন্য এটি সম্পূর্ণ নতুন বিষয় ছিল যে, আহমদীরা বলে, মাহদী এবং মসীহ্ এসে গেছেন আর আমরা সে কথা জানিই না! আমার মনমস্তিষ্কেবিভিন্ন প্রশ্ন ঘুরপাক খেতো যে, আমরা তো এটিই শিখেছি এবং পড়েছি যে, মাহদী আরব হবেন আর তার নাম হবে মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্। এটি কি ধর্মীয় জামা'ত নাকি রাজনৈতিক জামা'ত? এমনই আরো বহু প্রশ্ন আমার মন-মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে। এসব প্রশ্নের উত্তর লাভের জন্য আমি পরবর্তী বছর পুনরায় জলসায় যোগদান করি

ইমামের বাণী

নিজেদের ধর্মীয় জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি করুন।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ:২৭৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Shamsher Ali, Amir Birbhum District**

এবং আহমদী ভাইদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। জলসার পরও আহমদীদের সাথে আমার যোগাযোগ অব্যাহত থাকে এবং ধীরে ধীরে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর লাভ হতে থাকে আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আহমদীরাই এক প্রকৃত মুসলমানের সকল বৈশিষ্ট্য নিজেদের মাঝে ধারণ করে। অতএব আমি জামা'তের প্রীতি এবং ভালোবাসায় প্রভাবিত হয়ে বয়আত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। তিনি বলেন, জামা'তের সদস্যদের মাঝে যে ভালোবাসা দেখা যায়, আল্লাহ্ তা'লা যদি এর বীজ তাদের হৃদয়ে বপন না করতেন তাহলে কখনো এই ভালোবাসা সৃষ্টি হতো না। পুনরায় তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমি যুগ খলীফার হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। আর বয়আতের বাক্যাবলী বলার সময় আমার যে অনুভূতি ছিল তা বর্ণনা করা অনেক কঠিন। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান যে, যুগ খলীফার হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য পেয়েছি। পুনরায় বলেন, বয়আত যদি পাঁচ ঘন্টা ধরে হতো তবুও আমি বিরক্ত হতাম না আর সময় কেটে যাওয়ার অনুভূতিও আমার হতো না।

কসোভোর প্রতিনিধি দলে একজন বন্ধু ছিলেন যিনি প্রথমবার জলসায় যোগদান করেছেন আর পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট তার পুরো পরিবার বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। তিনি বলেন, প্রথমে বয়আত সম্পর্কে আমি ভীত ছিলাম যে, তা কীভাবে হবে? আর আমার দেহ উত্তেজনায় কম্পমান ছিল। কিন্তু বয়আত করার পর তা প্রশান্ত হয়ে যায় এবং এমন মনে হয় যেন সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

লেবাননের কামাল লোয়ান সাহেব বলেন, আমার একটি রেস্টুরেন্ট ছিল যাতে একজন আহমদী বন্ধু মোহাম্মদ শাদ আসতেন। একদিন (তিনি) আমাকে বলেন, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই যে, ইমাম মাহদী এখন এসেও গেছেন আর মৃত্যুবরণও ক রেছেন। তার চলে যাবার পর আমি চিন্তা করি যে, এই ভদ্রলোক কে ছিল। অতঃপর কিছুদিন পর সেই আহমদী পুনরায় আসেন এবং বলেন, ইমাম মাহদী এসে গেছেন। একদিন তিনি কিছু বিষয় ব্যাখ্যা করেন যাতে দাজ্জাল এবং ঈসার মৃত্যুর উল্লেখ ছিল। আমার জন্য এগুলো বিস্ময়কর তথ্য ছিল আর তা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং আমার মনে জামাত সম্পর্কে আরো তথ্যাদি জানার আগ্রহ সৃষ্টি করে। এরপর তিনি আমাকে জলসায় আসার আমন্ত্রণ জানান আর আমি তা সানন্দেগ্রহণ করি। তিনি বলেন, জলসায় আমার জন্য সবচেয়ে প্রথম যে বিষয়টি জামা'তের সত্যতার প্রমাণ বহন করে তা হলো, এত বিশাল সংখ্যার সুশৃঙখল ব্যবস্থাপনা। জলসার সময় এক বন্ধু আমাকে বলেন, ইনি খলীফাতুল মুসলিমীন। এরপর আমি আহমদীদের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করি, তারা পরম ভালোবাসার সাথে সেসবের উত্তর প্রদান করে। আমার হৃদয় আহমদীয়াতের সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত হতে থাকে। আমি চিন্তা করি যে, আগামী বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবো কি-না তার কোন নিশ্চয়তা নেই তাই এখনই বয়আত করা উচিৎ, কাজেই আমি বয়আত করি। অনুরূপভাবে আমার দু'টি স্বপ্নও জামাতের সত্যতার কারণ হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার এক পুত্রও বয়আত করেছে আর আমি চাই আমার অন্য সন্তানরাও যেন আহমদী হয়ে যায়। এখন আমি হেওয়ারুল মুবাশের আর জুমুআর খুতবাগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখি বা শুনি। আমার মতে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের দশটি শর্ত কেবল কয়েকটি শর্তই নয় বরং এগুলো ঐশী কর্মপন্থা। বয়আতের পূর্বে আমি দোয়া করতাম যে, খোদা তা'লা আমাকে ইমাম মাহদীকে দেখার তৌফিক দাও। জামা'তে যোগ দেওয়ার পূর্বে আমি যে জীবন কাটিয়েছি তা নিয়ে আমার অনুতাপ হয়। এজন্য আমি আন্তরিকভাবে সকল আহমদীর সম্মান করি কেননা তারা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর ধর্মের সেবা করছে। স্ত্রী-সন্তান এবং কাজকর্মের (ব্যাপারে) এখন আমার এতটা চিন্তা হয় না বরং আমার এই চিন্তা লেগে থাকে যে, আমার কাছে যেন এতটা অর্থ থাকে যা আমি জামা'তের উন্নতির জন্য ব্যয় করতে পারি এবং জামাতের সেবা করতে পারি, আর আল্লাহ্ আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।

এরপর ফাওয়াদ সাহেব বলেন, জামা'তের পরিচয় লাভের পূর্বে আল্লাহ্ তা'লার শ্রেষ্ঠত্ব বা মাহাত্ম্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করতাম আর মুসলমানদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম, যা প্রতিনিয়ত শোচনীয় হচ্ছিল, আর এটিও (চিন্তা করতাম) যে, কবে তাদের অবস্থা শোধরাবে বা ভালো হবে। এরপর আমি যখন জার্মানী চলে আসি তখন আমি ইউরোপে (বসবাসরত) আরব বন্ধুদের দেখে ভাবতাম যে, এদের মাধ্যমেই কি ইউরোপে ইসলাম বিস্তার লাভ করবে যেমনটি হাদীসে এসেছে যে, শেষ যুগে ইউরোপে ইসলাম প্রসার লাভ করবে? এমনই সময়ে একজন আহমদী বন্ধু মাহের আলমানী'র সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় আর তিনি (আহমদীয়া) জামা'ত সম্পর্কে জানাতে আরম্ভ করেন। প্রথমে আমি তার বিরোধিতা করি কিন্তু জামা'তের বই-পুস্তক অধ্যয়নের পর আমি জলসায় যাওয়ার সংকল্প করি। আমি জলসা দেখি এবং চিন্তা করি যে, এত সংখ্যক মানুষ কীভাবে একজনের হাতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে আর পারস্পরিক ভালোবাসা ও প্রীতির বাঁধন গড়ে উঠেছে। আমি তাহাজ্জুদ নামাযে অনেক দোয়া করি যে, হে আল্লাহ্! যদি এই জামা'ত সত্য হয় তাহলে আমাকে এই জলসায়ই (এটি ২০১৮ সনের কথা) বয়আত করার তৌফিক দান করো। অতএব সেই জলসায়ই আমার হৃদয় আশ্বস্ত হয় আর আমি বয়আত করি, কিন্তু আমার স্ত্রী বয়আত করতে অস্বীকৃতি জানায়। আমি তাকে বুঝাই যে, তুমি এই বইগুলো পড় আর খোদার সমীপে ইস্তেখারা করো। আমার স্ত্রী তিন মাস পর্যন্ত ইস্তেখারা করে আর সে স্বপ্নে দেখে যে, মানুষ জড়ো হয়েছে আর তাদের মাঝখানে একটি শুভ্র কবুতর রয়েছে। আমার স্ত্রী জিজ্ঞেস করে, এই কবুতরটি কী? তখন তাদের মধ্য থেকে একজন বলেন, এই কবুতরটি ইসলাম প্রচারের জন্য 'কুদস' অঞ্চলে এসেছে। এই স্বপ্ন আমার স্ত্রীর হৃদয় উন্মুক্ত করে দেয় আর এই জলসায় অর্থাৎ ২০১৯ এর জলসায় যোগ দিয়ে সে বয়আত করে। এরপর বলেন, আমি এতে অত্যন্ত আনন্দিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার পুরো পরিবারকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আত করার তৌফিক দান করেছেন আর এখন আমি আমার সকল আত্মীয়-স্বজনকেও তবলীগ করবো।

অস্ট্রিয়া নিবাসী একজন অতিথি সামের সাহেবা বলেন, আমি জার্মানীর জলসার সময় ৭ই জুলাই তারিখে বয়আত করেছি। আর আমি দোয়ার নিবেদন করছি, আমার বয়আত যেন কল্যাণময় হয় আর আমার কোন ভুল যেন আমার বয়আতের এই অঙ্গীকারকে ভঙ্গ না করে। আল্লাহ্ করুন, আমি যেন আমার মাঝে সেসব পরিবর্তন সাধন করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইসলামী নীতি দর্শন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। এরপর বলেন, আমি আমার পরিবারের সাথে ২০১১ সাল থেকে আহমদী। ২ মাস যাবৎ আহমদী থাকলেও তখন পর্যন্ত বয়আত ফরম পূরণ করেন নি, স্বয়ং নিজেকে আহমদী জ্ঞান করতেন। তিনি বলেন, আমার বয়স আঠারো বছর হয়ে যাচ্ছে, শৈশব থেকেই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি নিজে বয়আত করবো। ২০১১ সাল থেকে আমি আমার বয়আত ফরম সংরক্ষণ করে রেখেছিলাম যাতে নিজে উপস্থাপন বা পেশ করতে পারি আর আপনার হাতে স্বয়ং বয়আত করতে পারি। অতএব এ বছর এই বাসনা পূর্ণ হলো। আর ফরম পূরণ করার আগে থেকেই সে অতিথিদের তবলীগের কাজও করছে। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা তরুন প্রজন্মের হৃদয়ও উন্মুক্ত করছেন।

একজন কুর্দী মেয়ে তার মনোভাব বর্ণনা করে বলে, আমার মা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তখন আমি প্রস্তুত ছিলাম না। এখন গত কয়েকমাস ধরে আমার মন পরিষ্কার হচ্ছেকেননা, আমি আহমদীদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা দেখেছি আর আজ আপনার ভাষণ শোনার পর আমার সকল শঙ্কা দূর হয়ে গেছে। গত বছরও আমি এসেছিলাম কিন্তু আজকের মতো এমন অবস্থা ছিল না। আমার মা অনেক খুশি হবেন, কেননা এখন আমার প্রবলভাবে অনুভব হচ্ছে যে, আমার এখন আহমদী হয়ে যাওয়া উচিৎ। জর্জিয়ার একজন অ-আহমদী উকিল, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, তিনিও এসেছিলেন। বয়আতের যে অনুষ্ঠান তিনি দেখেছেন (সে সম্পর্কে) বলেন, আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি আর এটি এক অলৌকিক নিদর্শন। তিনি বার বার বলছিলেন যে, এটি একটি মু'জেযা, এটি একটি মু'জেযা। তিনি বলেন, জামা'তের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা অনেক বেশি। আমি

শেষাংশ শেষের পাতায়...

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামনা-বাসনার শিরক থেকে রক্ষা পাওয়াও জরুরী।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

যুগ ইমামের বাণী

"নফলের প্রতি মনোযোগ দাও"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

জুমআর খুতবা

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত আমের বিন সালামা বালভী, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা, হযরত মালিক বিন আবু খাওলী, হযরত ওয়াকিদ বিন আব্দুল্লাহ্, হযরত নাসার বিন হারিস, হযরত মালিক বিন উমর, হযরত নুমান বিন আসর, হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা, হযরত নুমান বিন সুন্নান, হযরত আনতারা মৌলা সেলিম, হযরত নুমান বিন আব্দে উমর রাযিআল্লাহু আনহুম আজমাঈন-এর জীবনালেখ্য।

জামাত আহমদীয়ার আমীর, খিলাফতে আহমদীয়ার একনিষ্ঠ প্রেমিক, আনুগত্যকারী, সকলের প্রিয় ও সম্মানীয় নওয়াব মওদুদ আহমদ খান সাহেবের মৃত্যু।

কানাডা জামাতের নায়েব আমীর মাননীয় খলীফা আব্দুল আযীয সাহেবের মৃত্যু।

মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলী এবং জানাযা গায়েব।

তার পুত্র বলেন, আমাকে, আমার বোনকে এবং আমাদের অন্যান্য শিশু-কিশোরদেরও তিনি উপদেশ দিতেন যে, সপ্তাহে একবার অবশ্যই যুগ-খলীফাকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে চিঠি লিখে ফ্যাক্স করতে হবে এবং এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে হবে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ১৯ জুলাই , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (১৯ ওফা, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: আজও বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণ করা হবে। প্রথমেই আজ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত আমের বিন সালামা (রা.)। হযরত আমের বিন সালামাকে আমর বিন সালামাও বলা হয়ে থাকে। বালী গোত্রের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। বালী আরবের একটি প্রাচীন গোত্র কুযাআ-এর একটি শাখা, যা ইয়েমেনে অবস্থিত। এ কারণেই তাকে আমের বিন সালামা বালভীও বলা হয়। হযরত আমের আনসারদের মিত্র ছিলেন। হযরত আমের বিন সালামা বদর ও উহুদের যুদ্ধে যোগদানের সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮০) (উসদুল গাবা,৩য় খণ্ড,পৃ: ১২১) (আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬৮)

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা। তার সম্পর্ক ছিল কুরাইশদের বনু আদী গোত্রের সাথে, যা হযরত উমর বিন খাত্তাবের গোত্র ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকার পঞ্চম পূর্বপুরুষে রেহা নামক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে হযরত উমরের সঙ্গে আর দশম পুরুষে কা'ব নামক ব্যক্তি পর্যন্ত গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে বংশবৃক্ষ মিলিত হয়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকার পিতার নাম সুরাকা বিন মু'তামের আর তার মায়ের নাম আমা বিনতে আব্দুল্লাহ্ ছিল। তার বোনের নাম ছিল যয়নব, আর তার ভাই ছিলেন আমর বিন সুরাকা। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকার স্ত্রীর নাম ছিল ওমায়মাহ্ বিনতে হারেস, তার গর্ভে তার সন্তান আব্দুল্লাহ্র জন্ম হয়। জীবনী রচয়িতাদের অধিকাংশই তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু কয়েকজন বলেছেন, তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নি বরং উহুদ ও পরবর্তী যুদ্ধ সমূহে যোগদান করেছিলেন। যাহোক, অধিকাংশের মত অনুসারে হযরত আব্দুল্লাহ্ এবং তার ভাই আমর বিন সুরাকা বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্র বংশধরদের মধ্যে আমর অথবা উসমান বিন আব্দুল্লাহ্, যায়েদ এবং আইউব বিন আব্দুর রহমান এর উল্লেখ পাওয়া যায়।

(আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬২)(উসদুল গাবা,৩য় খণ্ড,পৃ: ২৫৬)

আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা তার ভাই আমরের সাথে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন আর তারা উভয়ে হযরত রিফা' বিন আব্দুল মুনযের এর ঘরে অবস্থান করেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮০)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা (রা.) হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে ৩৫ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।

(আল বিদায়াতু ওয়ান নিহায়াতু, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২১২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সুরাকা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তাসাহ্হারু ওয়া লাও বিল মায়ে' অর্থাৎ, সেহ্রী খাও, পানি দিয়ে হলেও। অর্থাৎ সেহ্রী খাওয়া আবশ্যক আখ্যা দিয়েছেন।

(উসদুল গাবা,৩য় খণ্ড,পৃ: ২৫৬)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মালেক বিন আবু খওলী (রা.)। হযরত মালেক বিন আবু খওলীর সম্পর্ক ছিল বনু ইজল গোত্রের সাথে, যারা কুরাইশদের বনু আদী বিন কা'ব গোত্রের মিত্র ছিল। আবু খওলী ছিল তার পিতার উপনাম কিন্তু তার নাম ছিল আমর বিন যুহায়ের। হযরত মালেক এর নাম হেলালও বর্ণনা করা হয়।

(উসদুল গাবা,৩য় খণ্ড,পৃ: ২০৯) (আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬২, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

হযরত উমর (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন হযরত উমরের পরিবারের অন্যান্য সদস্যের পাশাপাশি হযরত মালেক এবং তার সহোদর হযরত খওলীও সাথে ছিলেন।

(আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৬২, মানাযেলুল মুহাজিরিন বিল মাদীনাতে, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

হযরত মালেক তার সহোদর হযরত খওলীর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আরেকটি উক্তি অনুসারে বদরের যুদ্ধে হযরত খওলী তার দুই ভাই হযরত হেলাল অর্থাৎ হযরত মালেক এবং হযরত আব্দুল্লাহ্র সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২০৯)

হযরত উসমান (রা.)'র খিলাফতকালে হযরত মালেক বিন আবু খওলী (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

(আল আসাবা ফি তামিযীস সাহাবা, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৫৩৩)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত ওয়াকেদ বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)। হযরত ওয়াকেদ এর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন আবদে মানাফ। তার সম্পর্ক ছিল বনু তামীম গোত্রের সাথে। হযরত ওয়াকেদ খাত্তাব বিন নুফায়েল এর মিত্র ছিলেন।অপর এক উক্তি অনুসারে তিনি কুরাইশদের বনু আদি বিন কা'ব গোত্রের মিত্র ছিলেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

হযরত আবু বকর (রা.)'র তবলীগি প্রচেষ্টার ফলে যেসব ব্যক্তিবর্গের ইসলাম গ্রহণের উল্লেখ ইতিহাস ও জীবনী-গ্রন্থে পাওয়া যায় তাদের মাঝে হযরত ওয়াকেদ (রা.)ও অন্তর্ভুক্ত।

(আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭০)

মহানবী (সা.)-এর দ্বারে আরকামে যাওয়ার পূর্বেই হযরত ওয়াকেদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। (আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

কিছুকাল পূ র্বে দ্বারে আরকাম সম্বন্ধে আমি বর্ণনা করেছি যে, এটি কি ছিল। (আজ আবার) সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। মহানবী (সা.)-এর মনে যখন এই ধারণার উদয় হয় যে, মক্কায় একটি তবলীগি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন, যেখানে মুসলমানরা সমবেত হবে, নামায ইত্যাদির জন্য আসবে আর কোন বাধাবিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে নিশ্চিন্তে নিজেদের তরবীয়তি বিষয়াদির ক্ষেত্রে মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে নির্দেশনা লাভ করবে; অনুরূপভাবে সেই জায়গাকে কেন্দ্র করে ইসলামের তবলীগও করা যাবে। কাজেই এই উদ্দেশ্যে একটি ঘরের প্রয়োজন ছিল যা কেন্দ্রের মর্যাদা বা ভূমিকা রাখবে। অতএব মহানবী (সা.) একজন নবাগত মুসলমান আরকাম বিন আবি আরকাম এর ঘর পছন্দ করেন, যা সাফা পাহাড়ের পাদদেশে ছিল। এরপর মুসলমানরা এখানেই সমবেত হতো, এখানেই নামায পড়তো। আর যারা সত্যের সন্ধানে ছিল তারা যখন মহানবী (সা.)-এর কাছে আসত তখন তিনি তাদেরকে এখানেই ইসলামের তবলীগ করতেন। এ কারণেই এই ঘরটি ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে আর দ্বারুল ইসলাম নামেও প্রসিদ্ধ। মহানবী (সা.) প্রায় তিন বছর পর্যন্ত

দ্বারে আরকামে কাজ করেছেন। অর্থাৎ নবুয়্যত প্রাপ্তির চতুর্থ বছর তিনি এটিকে নিজের কেন্দ্র হিসেবে অবলম্বন করেন আর ষষ্ঠ বছরের শেষ পর্যন্ত তিনি এখানে বিভিন্ন তবলীগি ও তরবীয়তি কার্যক্রম পরিচালনা করেন। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, দ্বারে আরকামে ইসলাম গ্রহণকারী সর্বশেষ ব্যক্তি ছিলেন হযরত উমর (রা.), যার ইসলাম গ্রহণ করার ফলে মুসলমানরা অনেক শক্তি লাভ করে আর তারা দ্বারে আরকাম থেকেবেরিয়ে প্রকাশ্যে তবলীগ করা আরম্ভ করেন।

(হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত, পৃ: ১২৯)

হযরত উমর (রা.) যখন মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে হিজরত করেন তখন হযরত উমরের পরিবারের অন্যান্য সদস্য ছাড়া হযরত ওয়াকেদও তাদের সাথে ছিলেন। হযরত ওয়াকেদ মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করার সময় হযরত রিফা' বিন আব্দুল মুনযের এর ঘবে অবস্থান করেন। এরপর মহানবী (সা.) হযরত ওয়াকেদ এবং হযরত বিশর বিন বারা (রা.)'র মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনা করেন। ন(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

হযরত ওয়াকেদ বদর, উহুদ এবং পরিখার যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯)

মহানবী (সা.) যখন হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ-এর নেতৃত্বে একটি সেনাদল প্রেরণ করেন তখন তাতে হযরত ওয়াকেদও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

(উসদুল গাবা,৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৩)

এই অভিযানে কাফেরদের এক ব্যক্তি আমর বিন হাযরামী নিহত হয়, তাকে হযরত ওয়াকেদ হত্যা করেছিলেন। ইসলামের (ইতিহাসে) সে প্রথম মুশরিক ছিল যে নিহত হয় আর হযরত ওয়াকেদ প্রথম মুসলমান ছিলেন যিনি কোন মুশরিককে কোন যুদ্ধে হত্যা করেছেন।

(উসদুল গাবা,৫ম খণ্ড,পৃ: ৪০৪)

এই অভিযান বা যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন জাহাশ এর স্মৃতিচারণে আমি বর্ণনা করেছি। হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালের প্রথমদিকে হযরত ওয়াকেদ (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৯

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত নসর বিন হারেস (রা.)। হযরত নসর বিন হারেস আনসারদের অওস গোত্রের বনু আব্দ বিন রায্যাক এর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। তার নাম নুমায়ের বিন হারেসও বর্ণনা করা হয়। তার উপনাম ছিল আবু হারেস। তার পিতার নাম হারেস বিন আব্দ এবং মায়ের নাম সওদাহ্ বিনতে সওয়াদ ছিল।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৬) (আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০৫, দারুল কুতুবুল আরাবী, বেরুত, ২০০৮)

হযরত নসর বিন হারেস বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। তার পিতা হারেস (রা.)'ও মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছিলেন। হযরত নসর কাদসিয়ার যুদ্ধে শহীদ হন।

(উসদুল গাবা,৫ম খণ্ড,পৃ: ২৯৯)

কাদসিয়া ইরান অর্থাৎ বর্তমান ইরাকের একটি স্থান, যা কুফা থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আর চতুর্দশ হিজরীতে হযরত উমর ফারুক (রা.)'র খিলাফতকালে মুসলমান আর ইরানীদের মাঝে কাদসিয়া নামক স্থানে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে ইরানী সামাজ্য মুসলমানদের আয়ত্তে এসেছিল। (তারিখুত তাবারী, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১১১)

এখন যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মালেক বিন আমর। তাঁর সম্পর্ক ছিল বনু সুলায়েম গোত্রের বনু হাজর বংশের সাথে আর তিনি বনু আবদে শামস এর মিত্র ছিল। তার পিতার নাম ছিল উমায়ের বিন সুমায়েদ। হযরত মালেক নিজের দুই ভাই হযরত সাক্ফ বিন আমর এবং হযরত মুদলাজ বিন আমর-এর সাথে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

(আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩২৬)

হযরত মালেক উহুদ এবং অন্যান্য যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন আর ১২ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭২)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত নোমান বিন আসর। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের বালী গোত্রের সাথে এবং তিনি বনু মুআবিয়া গোত্রের মিত্র ছিলেন। তাকে লাকীত বিন আসরও বলা হতো। অনুরূপভাবে তাকে নোমান বিন বালভী নামেও উল্লেখ করা হতো। হযরত নোমান বিন আসর আকাবার বয়আত, বদরের যুদ্ধ এবং একইভাবে অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইয়ামামার যুদ্ধে তিনি শাহাদত বরণ করেন। কারো কারো মতে হযরত নোমান ছিলেন সেই ব্যক্তি যাকে মহানবী (সা.) এর ইন্তেকালের পর মুরতাদদের সাথে যুদ্ধে তুলায়হ্ শহীদ করেছিল।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮০) (উসদুল গাবা,৫ম খণ্ড,পৃ: ৩১৮) (আল আসাবা ফি মারেফাতুস সাহাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৫১০)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা। তার সম্পর্ক ছিল অউস গোত্রের শাখা বনি আমর বিন অউফ এর সাথে। হযরত উয়ায়েম আকাবার প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় বয়আতে অংশগ্রহণ করেন। সীরাত খাতামান্নাবীঈন পুস্তকে যে উদ্বৃতি রয়েছে সে অনুযায়ী আকাবার প্রথম বয়আতের পূর্বে মদিনার আনসারদের একটি দল মহানবী (সা.) এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল, যাদের সংখ্যা ছিল ছয়, আর কতিপয় রেওয়ায়েতে আটজনেরও উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মাঝে হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাবাকাতুল কুবরায় লিখিত আছে যে, মদিনায় হিজরতের সময় মহানবী (সা.) হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার সাথে হযরত উমরের, আর মতান্তরে হযরত হাতেব বিন আবি বালতাহ-এর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের (রা.) বর্ণনা করেন যে, তিনি মহানবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন, উয়ায়েম বিন সায়েদা আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের মাঝ থেকে কতই না উত্তম বান্দা! আর তিনি জান্নাতের অধিবাসীদের একজন।

এক রেওয়ায়েত অনুসারে আয়াত فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ (সূরা তওবা: ১০৮) যখন অবতীর্ণ হয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, উয়ায়েম বিন সায়েদা, যিনি কতই না উত্তম বান্দা, তিনিও তাদের অন্তর্ভুক্ত।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ:৩৪৯-৩৫১)

অর্থাৎ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ আয়াতের অনুবাদ হলো, এতে আগমনকারী এমন লোকও আছে যারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয়ে যাওয়ার বাসনা রাখে। আর আল্লাহ্ তা'লা পূর্ণ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের পছন্দ করেন।

হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা বদর, ওহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। আসেম বিন সুয়ায়েদ বর্ণনা করেন যে, তিনি হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার কন্যা উবায়দাকে এ কথা বলতে শুনেছেন যে, হযরত উমর বিন খাত্তাব যখন হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদার সমাধিস্থলে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি বলেন, পৃথিবীতে কেউ এ কথা বলতে পারবে না যে, সে এ কবরে সমাহিত ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। মহানবী (সা.)-এর জন্য যে পাতাকাই গাঁথা হয়েছে উয়ায়েম তার ছায়াতলে থাকতেন।

(উসদুল গাবা,৪র্থ খণ্ড,পৃ:৩০৪)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, অজ্ঞতার যুগে হারেসের পিতা সুয়ায়েদ হযরত মুজাযযেরের পিতা যিয়াদকে হত্যা করে। এরপর একদিন নিহত ব্যক্তির পুত্র হযরত মুজাযযের সুয়ায়েদকে পরাস্ত করেন এবং তিনি তার পিতার হত্যাকারীকে হত্যা করেন। এই উভয় ঘটনা ইসলামের পূর্বের আর এই ঘটনাই বুআসের যুদ্ধের কারণ ছিল যা অউস এবং খাযরাজ গোত্রের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল তার। এরপর মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আগমন করেন তখন নিহত উভয় ব্যাক্তির পুত্র অর্থাৎ হারেস বিন সুয়ায়েদ এবং হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদ মুসলমান হয়ে যান অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করেন। আর উভয়েই বদরের যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই রেওয়ায়েতের সত্যাসত্য যাই হোক, ঘটনাটি হলো, ইসলাম গ্রহণের পরও হারেস বিন সুয়ায়েদ পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হযরত মুজাযযেরকে হত্যা করার সুযোগের সন্ধানে থাকত। কিন্তু সে সেই সুযোগ পায় নি। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা যখন পুনরায় মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তখন হারেস বিন সুয়ায়েদ পেছন থেকে হযরত মুজাযযেরের কাঁধে আঘাত করে তাকে শহীদ করে। অপর এক বক্তব্যে এটিও বলা হয়েছে যে, হারেস বিন সুয়ায়েদ হযরত কায়েস বিন যায়েদকেও শহীদ করেছিল। হামরাওল আসাদ যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে হযরত জিবরাঈল (আ.) মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে তাকে অবহিত করেন যে, হারেস বিন সুয়ায়েদ এখন কুবায় আছে, সে প্রতারণামূলকভাবে হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদকে হত্যা করেছে, এবং মহানবী (সা.)-কে বলেন যে, আপনি হারেস বিন সুয়ায়েদকে হযরত মুজাযযের বিন যিয়াদের প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করুন। মহানবী (সা.) এই কথা শুনতেই তাৎক্ষণিকভাবে কুবায় যান, সাধারণত তিনি এই সময় যেতেন না, তখন কুবায় প্রচণ্ড গরম ছিল, তিনি সেখানে পৌঁছলে কুবায় বসবাসকারী আনসার মুসলমানরা তাঁর (সা.) কাছে এসে একত্রিত হয়ে যায়, যাদের মাঝে হারেস বিন সুয়ায়েদও ছিল, যে কিনা একটি বাদুটি হলুদ রঙের চাদর মুড়ি দিয়ে রেখেছিল। হযরত উআয়মার বিন সায়েদা মহানবী (সা.) এর নির্দেশে মসজিদে কুবার দরজায়

হারেস বিন সুয়ায়েদকে হত্যা করেন। যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম সীরাতে হালাবিয়ায় উয়ায়েম এর পরিবর্তে উয়ায়েমারও লেখা হয়েছে। অথচ তাবাকাত ইবনে সাদ এবং অন্যান্য স্থানে তার নাম উয়ায়েম বিন সায়েদা-ই উল্লেখ হয়েছে। যাহোক অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও রয়েছে যে, মহানবী (সা.) উয়ায়েম বিন সুয়ায়েদকে হত্যা করার নির্দেশ দেন নি, অর্থাৎ যে মুসলমানকে প্রতারণার মাধ্যমে শহীদ করেছিল তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেন নি । তারা উভয়েই মুসলমান ছিলেন। হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে হত্যা করা হয়েছে। দ্বিতীয় রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত উসমানকে এই নির্দেশ দিয়েছিলেন। একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হারেস বলে, খোদার কসম, আমি মুজাযযেরকে হত্যা করেছি। কিন্তু এ কারণে নয় যে, আমি ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি আর না এজন্য যে, ইসলামের সত্যতায় আমার কোন সন্দেহ আছে। বরং এজন্য যে শয়তান আমার আত্মভিমান ও আত্মসম্মানে সুড়সুড়ি দেয়। আর এখন আমি আমার এই কাজ থেকে খোদা ও তাঁর রসূল (সা.) এর সম্মুখে তওবা করছি এবং নিহতের রক্তপণ দিতে প্রস্তুত আছি। আমি অনবরত দুই মাস রোযা রাখব এবং একজন দাসকে মুক্ত করব। কিন্তু মহানবী (সা.) হারেসের এই ক্ষমা প্রার্থনাকে গ্রহণ করেন নি আর তাকে হত্যার শাস্তি দেওয়া হয়।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৯) (আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, ২য় ভাগ পৃ: ৩৫৩-৩৫৪)

সীরাতুল হালাবিয়ার রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, আবু উমর বলেন, হযরত উয়ায়েম মহানবী (সা.) এর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন। এটিও বলা হয় যে, তার মৃত্যু হযরত উমরের খিলাফতকালে ৬৫ বা ৬৬ বছর বয়সে হয়েছিল। (উসদুল গাবা,৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৩০৪)

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত নোমান বিন সিনান। তার সম্পর্ক ছিল আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু নোমান বংশের সাথে। ইবনে হিশাম লিখেছেন, হযরত নোমান বনু নোমান এর মুক্ত দাস ছিলেন কিন্তু ইবনে সাদ তাকে বনু উবায়দা বিন আদী কর্তৃক মু ক্ত দাস হিসেবে উল্লেখ করেছেন। হযরত নোমান বিন সিনান বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৯৩) (উসদুল গাবা,৫ম খণ্ড,পৃ: ৩১৫) (আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৪৭১)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন সুলায়েমের মুক্ত দাস হযরত আনতারা। হযরত আনতারা হযরত সুলায়েম বিন আমরের মুক্ত কৃতদাস ছিলেন। তিনি হযরত আনতারা সুলামী যাকওয়ানী ছিলেন এবং আনসারদের একটি শাখাবনু সওয়াদ বিন গাদাম গোত্রের মিত্র ছিলেন। তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। তাকে নওফেল বিন মাআবিয়া দিলি শহীদ করেছিল। এক উক্তি অনুসারে, সিফ্ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে ৩৭ হিজরী সনে হযরত আনতারা মৃত্যুবরণ করেন।

(আল ইসতিয়াব ফি মারেফাতুল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১২৪৬)

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত নো'মান বিন আবদে আমর। হযরত নো'মান বিন আবদেআমর আনসারদের খাযরাজ গোত্রেরশাখা বনু দিনার বিন নাজ্জারের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল আবদে আমর বিন মাসঊদ এবং মাতার নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন। বদরের যুদ্ধে তার ভাই যাহাক বিন আবদে আমরও তার সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত নো'মান বিন আবদে আমর উহুদের যুদ্ধে শাহাদতের মর্যাদা লাভ করেছেন। হযরত নো'মান এবং হযরত যাহাকের তৃতীয় এক ভাইও ছিলেন, যার নাম ছিল কুতবা, তিনিও মহানবী (সা.)-এর সাহাবী হওয়ার সম্মান লাভ করেছেন। বি'রে মঊনার ঘটনায় হযরত কুতবা শাহাদত বরণ করেন।

(আত তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯৪) (উসদুল গাবা,৫ম খণ্ড,পৃ: ৩১৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৮)

সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) বনু দিনারের এক মহিলার পাশ দিয়ে যান, যার স্বামী, ভাই এবং পিতা মহানবী (সা.)-এর সাথে উহুদের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন আর তারা সবাই শাহাদত বরণ করেছিলেন।এই মহিলাকে যখন তাদের মৃত্যুর জন্য সমবেদনা জানানো হয় তখন সেই মহিলা জিজ্ঞেস করেন যে, মহানবী (সা.)- কেমন আছেন? মানুষ উত্তরে বলে, হে অমুকের মা! তিনি ভালো আছেন, আর আলহামদুলিল্লাহ্ তেমনই আছেন যেমনটা আপনি আকাঙ্ক্ষা করেন। উত্তরে সেই মহিলা বলেন, আমাকে দেখাও, আমি তাঁকে দেখতে চাই। তখন রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর দিকেইশারা করে সেই মহিলাকে দেখানো হয়। সেই মহিলা মহানবী (সা.) কে দেখে বলে, তিনি ভাল থাকলে বাকী সকল সমস্যা তুচ্ছ।

(আস সীরাতুন নবুয়ত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৫৪৫)

অপর এক বর্ণনায় সেই মহিলার পুত্রেরও শহীদ হওয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বর্ণনা করেন, উহুদের যুদ্ধে যখন এই গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শহীদ করা হয়েছে মদিনাবাসী অনেক ভীতত্রস্ত ছিল এমনকি মদিনার অলিতে-গলিতে চিৎকার আহাজারি শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন এক আনসারী মহিলা হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে সামনে ভাই, পুত্র আর স্বামীর লাশ দেখতে পান। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না প্রথমে সেই মহিলা কাকে দেখেছিলেন, কিন্তু যখন তিনি শেষ লাশের পাশ দিয়ে যায় তখন জিজ্ঞেস করেন যে, এরা কারা? উত্তরে লোকেরা তাকে বলে, এরা হলো তোমার ভাই, তোমার স্বামী এবং তোমার ছেলে। সে জিজ্ঞেস করে, রসূলে করীম (সা.)-কেমন আছে? মানুষ বলে, তিনি সামনে আছেন। সেই মহিলা হেঁটে হেঁটে রসূলে করীম (সা.)-এর কাছে পৌঁছে যান এবং রসূলে করীম (সা.)-এর আঁচল নিজ হাতে নেয় এবং বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনি নিরাপদ থাকলে অন্য কোন ক্ষতির আমি পরোয়া করি না।

(আল মুজামুল আওসাতি লিতিবরানী, হাদীস: ৭৪৯৯, খণ্ড-৫, পৃ: ৩২০)

এক বর্ণনা অনুসারে এই মহিলার নাম ছিল সুমায়রা বিনতে কায়েস যিনি নো'মান বিন আবদে আমর-এর মা ছিলেন।

(কিতাবুল মাগাযী লিল মহম্মদ বিন আল ওয়াকদী, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একস্থানে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, সাহাবীদের মাঝে এরূপ বীরত্বের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বস্তুবাদী লোকদের ক্ষেত্রে কোটি কোটি মানুষ আর শত শত দেশের মাঝে হয়ত দু-একটি এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। কিন্তু মাত্র কয়েক হাজার সাহাবীর মাঝেও এরূপ উদাহরণ শত শত পাওয়া যায়। কত উচ্চমার্গের এই দৃষ্টান্ত! যা একজন নারীর সাথে সম্পর্কযুক্ত। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, বেশ কয়েকবার আমি এই ঘটনাটি বর্ণনা করেছি। এই উদাহরণ আমি নিজেও এখানে কয়েকবার উপস্থাপন করেছি, যা সকল বৈঠকেই শোনানোর যোগ্য এবং স্মরণরাখার যোগ্য। কতক ঘটনা এমন অসাধারণ হয়ে থাকে, যা বারংবার শোনানোর পরও পুরোনো হয় না। এই মহিলার ঘটনাটিও এমনই যিনি উহুদের যুদ্ধের সময় মদীনায় এ সংবাদ শুনতে পান যে, মহানবী (সা.) শহীদ হয়ে গেছেন। তিনি মদীনার অন্য মহিলাদের সাথে উদ্বিগ্ন অবস্থায় (মদীনার) বাহিরে বেরিয়ে আসেন। তিনি যখন উহুদ থেকে ফিরে আসা প্রথম আরোহীকে দেখতে পান তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, মহানবী (সা.)-কেমন আছেন? উত্তরে সে বলে, তোমার স্বামী নিহত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তোমাকে রসূলে করীম (সা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি আর তুমি আমাকে আমার স্বামীর সংবাদ দিচ্ছো! সে পুনরায় বলে, তোমার পিতাও নিহত হয়েছে। কিন্তু সেই মহিলা বলেন, আমি তোমাকে রসূলে করীম (সা.) সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি আর তুমি আমার পিতার অবস্থা বলছো! সে আরোহী ব্যক্তি বলে, তোমার দুই ভাইও মারা গিয়েছে কিন্তু সেই মহিলা পুনরায় এটিই বলেন যে, তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, আমি আমার আত্মীয় স্বজনের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছি না বরং আমি মহানবী (সা.) সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছি। সেই সাহাবীর হৃদয় যেহেতু প্রশান্ত ছিল আর তিনি জানতেন যে, মহানবী (সা.) ভালো আছেন তাই তার নিকট এই মহিলার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তার আত্মীয়স্বজনের মৃত্যু সম্পর্কে তাকে অবগত করা। কিন্তু এই মহিলার নিকট সবার্ধিক প্রিয় বিষয় ছিল মহানবী (সা.)-এর সত্তা, তাই তিনি ধমকের সুরে বলেন, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। এর উত্তরে সে বলে, রসূলে করীম (সা.) ভালো আছেন। একথা শুনে সেই মহিলা বলেন, মহানবী (সা.) জীবিত থাকলে আমার আর কোন দুঃখ নেই, যে কেউ মরুক না কেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কোন ঘটনার উল্লেখ করেন এবং বলেন, এটি স্পষ্ট যে, এই দৃষ্টান্তের বিপরীতে সেই বৃদ্ধার দৃষ্টান্তের কোন গুরুত্ব নেই, যার সম্পর্কে স্বয়ং সংবাদদাতা স্বীকার করে যে, তার হৃদয় দুঃখকষ্টে ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। সে (অর্থৎ অন্য ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত মহিলা) মনে মনে কাঁদছিল কিন্তুপ্রকাশ করে নি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কিন্তু এই মহিলা সাহাবীর ঘটনা এমন নয়। এমন নয় যে, তিনি নিজেকে সংবরণ করে রেখেছিলেন আর মনে মনে কাঁদছিলেন এবং প্রকাশ করছিলেন না। বরং এই মহিলা সাহাবী তো মনে মনেও আনন্দিত ছিলেন যে, মহানবী (সা.) জীবিত। এই মহিলার মনে অবশ্যই কষ্ট ছিল, যদিও সে তা প্রকাশ করতে চায় নি, যে মহিলারই উল্লেখ তিনি করেছেন তার এই বর্ণনায় অথবা যখন তিনি এটি বর্ণনা করেছেন সে যুগে পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছিল। কিন্তু এই মহিলা সাহাবীর হৃদয়ে তো কোন দুঃখও ছিল না। আর এটি এত চমৎকার এক দৃষ্টান্ত,পৃথিবীর ইতিহাস এর কোন উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারবে না। আর (তোমরাই) বলো! এমন লোকদের সম্পর্কে যদি এটি বলা না হতো যে, **"মিনহুম মান কাযা নাহবাহু"** তাহলে পৃথিবীতে আর কোন জাতি ছিল যাদের

সম্পর্কে এই বাক্য বলা যেতে পারে? হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, আমি এই মহিলার ঘটনা পড়ার সময় তার জন্য আমার হৃদয় সম্মান ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ হয়ে যায় আর আমার মন চায় আমি এই পবিত্র মহিলার আঁচল ছুঁয়ে তারপর আমার হাত আমার চোখে বুলাই, কেননা তিনি আমার প্রেমাস্পদের জন্য স্বীয় ভালোবাসার এক অতুলনীয় স্মৃতি রেখে গেছেন।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২০ খণ্ড, পৃ: ৫৪২-৫৪৩, প্রদত্ত, ২৪ শে নভেম্বর, ১৯৩৯)

পুনরায় এই প্রেম ও ভালোবাসার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে আরেক স্থানে তিনি এভাবে বলেন যে, দেখো! রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি এই মহিলার কত গভীর ভালোবাসা ছিল? মানুষ তাকে একেরপর এক পিতা, ভাই এবং স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিতে থাকে কিন্তু তিনি প্রতিবার উত্তরে একথাই বলে যাচ্ছিলেন যে, আমাকে বল– রসূলে করীম (সা.)-এর অবস্থা কী? মোটকথা তিনিও একজন মহিলাই ছিলেন যিনি রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি এতটা গভীর ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন।"

(কুরুনে উলা কি খোয়াতীন কা নমুনা, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৫, পৃ: ৪৪০)

পুনরায় তিনি এ প্রসঙ্গে অন্য একস্থানে আরো বলেন, তোমরা নিজেদের মানসপটে এ অবস্থার একটি চিত্র অংকন কর। তোমাদের প্রত্যেকেই মৃত্যু পথযাত্রী মানুষ দেখে থাকবে, কোন না কোন আত্মীয় মৃত্যুবরণ করে। কেউ তার মাকে, কেউ তার বাবাকে, কেউ ভাইকে বা বোনকে মারা যেতে দেখে থাকবে। সেই দৃশ্য একটু স্মরণ কর যে, কীভাবে স্বীয় প্রিয়জনের হাতে এবং ঘরে ভালো ভালো খাবার রান্না করিয়ে এবং খেয়ে, চিকিৎসা করিয়ে এবং সেবা করিয়ে মৃত্যুবরণকারীদের অবস্থা কেমন হয়ে থাকে আর কীভাবে বাড়িতে কিয়ামত সংঘটিত হয় আর মৃত্যুবরণকারীদের নিজের মৃত্যু ছাড়া অন্য কোন কিছুর চিন্তাইথাকে না। কিন্তু মহানবী (সা.) স্বীয় সাহাবীদের হৃদয়ে এমন ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন যে, মহানবী (সা.)-এর বিপরীতে অন্য কোন কিছু নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। কিন্তু এই ভালোবাসা কেবল এজন্য ছিল যে, তিনি আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি তাদের ভালোবাসার কারণ হলো, তিনি (সা.) ছিলেন আল্লাহ্ তা'লার প্রিয়। তাঁরমুহাম্মদ (সা.) হওয়ার কারণে তাঁর প্রতি ভালোবাসা ছিল না, বরং তাঁর রসূলুল্লাহ্ হওয়ার কারণে এই ভালোবাসা ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, তারা মূলত আল্লাহ্ তা'লার প্রেমিক ছিলেন আর যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) -কে ভালোবাসতেন তাই তাঁর সাহাবীগণ তাঁকে ভালোবাসতেন আর কেবল পুরুষরাই নয় বরং মহিলাদের প্রতিও লক্ষ্য কর, তাদের হৃদয়েও তাঁর (সা.) প্রতি কীরূপ প্রেম ও ভালোবাসা ছিল। এরপর তিনি সেই মহিলার এই ঘটনাও বর্ণনা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই ভালোবাসাই ছিল যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর জন্য তাদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দিতেন আর এই তৌহীদ তথা একত্ববাদই তাদেরকে পৃথিবী'র সর্বত্র বিজয়ী করেছে। আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে তারা পিতামাতারও পরোয়া করতেন না আর ভাই-বোনেরও না আর স্ত্রী'দেরও না এবং স্বামীদেরও না। তাদের সম্মুখে একটিই জিনিস ছিল আর তা হলো, তাদের খোদা যেন তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন। একারণেই Avjøvn&Zv'vjv Zv‡`i Rb¨ **'রাযিআল্লাহু আনহুম'** বলেছেন। তারা আল্লাহ্ তা'লাকে সকল জিনিসের ওপর অগ্রগণ্য করেছেন আর আল্লাহ্ তা'লাও তাদের'কে অগ্রগণ্য করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে মুসলমানদের এই অবস্থা বলবৎ থাকে নি। বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাদের সম্পর্ক যদি থেকে থাকে তবে তা কেবল কাল্পনিক বা মাথার মাঝে সীমাবদ্ধ। মন-মস্তিষ্কে অবশ্যই আছে যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে মানি, তৌহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী কিন্তু এটি তাদের হৃদয়ের কথা নয়। তাদের সম্মুখে যদি মহানবী (সা.)-এর নাম নেয়া হয় তখন তাদের হৃদয়ে ভালোবাসার তন্ত্রীগুলো আন্দোলিত হতে থাকে। মহানবী (সা.)-এর প্রিয়জনদের কথা বললেওতা স্পন্দিত হয়।

(খুতবাতে মাহমুদ, ২৩ খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৭, প্রদত্ত, ৩০ শে জানুয়ারী, ১৯৪২)

শিয়া-সুন্নী সবাই মহানবী (সা.) এবং তাঁর সন্তানদের কথা আসলেউচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার স্মরণে মুসলমানদের হৃদয়-তন্ত্রীগুলো স্পন্দিত হয় না অথচ মহানবী (সা.)-এর ন্যায় নেয়ামত আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লাই দান করেছেন। তাই আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা এবং আল্লাহ্র নাম আসলেইএমন এক উত্তেজনা আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হওয়া উচিত কেননা প্রকৃত উন্নতি আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসার মাধ্যমেই অর্জিত হবে, তৌহিদ তথা একত্ববাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকলেই অর্জিত হবে। অতএব এটি হলো সেই মৌলিক নীতি যা আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা এবং তার সঠিক উপলব্ধি দান করুন।

এখন আমি কতক মরহুমের উল্লেখ করব আর নামাযের পর তাদের জানাযাও পড়াব। প্রথম স্মৃতিচারণ হবে করাচি জামা'তের আমীর মুকাররম মওদুদ আহমদ খান সাহেবের যিনি মুকাররম নবাব মাস'উদ আহমদ খান সাহেবের পুত্র ছিলেন।গত ১৪ জুলাই তারিখে ৭৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন,**'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন**। ১৯৪১ সালের ১২ এপ্রিল তারিখে তিনি কাদিয়ানে মুকাররম মাস'উদ আহমদ খান সাহেব এবং সাহেবযাদী তাইয়্যেবা সিদ্দীকা সাহেবার ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত নবাব মোবারেকা বেগম সাহেবা এবং হযরত নবাব মোহাম্মদ আলী খান সাহেবের পৌত্র এবং হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেবের দৌহিত্র ছিলেন। তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এল.এল.বি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং কিছুকাল হযরত শেখ মুহাম্মদ আহমদ মাযহার সাহেবের সাথেসাথে প্রাক্টিসও করেন। এরপর আর্ডিগনাম নামক একটি প্রসিদ্ধ ল' ফার্মের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ঢাকা চলে যান। সেখানে তিনি তার কাজ চালিয়ে যান আর প্রায় ৫২ বছর সেই কোম্পানির সাথে যুক্ত থাকেন, বরং সিনিয়র পার্টনার ছিলেন। তিনি পাকিস্তানের সিনিয়র কর্পোরেট উকিলদের মাঝে গণ্য হতেন। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক নীতি, ব্যাংকিং ও কর্পোরেট আইনের বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এ দৃষ্টিকোন থেকেতার বেশ খ্যাতি ছিল। পাকিস্তানের কিছু কর্পোরেট আইনও তিনি প্রণয়ন করেছেন। বড় বড় কোম্পানির পক্ষ থেকে তাকে ডাইরেক্টরশিপ গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হতো কিন্তু তিনি তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাতেন আর বলতেন, এসব পদে মানুষ নিজে কিছু না করলেও অন্যদের কারণে দুর্নীতির অভিযোগ লেগে যায় আর এভাবে এটি জামা'তের দুর্নামের কারণ হতে পারে, তাই আমি এগুলো এড়িয়ে চলবো।

তার স্ত্রী ছাড়াও তিনি দু'জন সন্তান রেখে গেছেন, একজন পুত্র, অপরজন কন্যা। তার পুত্রও আইন পেশার সাথে সম্পৃক্ত আর কন্যা নিজ স্বামীর সাথে কানাডায় বসবাস করছেন। তার স্বামী অর্থাৎ মওদুদ খান সাহেবের জামাতা মুকাররম সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবের পৌত্রির পুত্র।

মওদুদ আহমদ খান সাহেব ১৯৯৬ সালের অক্টোবর মাসে করাচীজেলার আমীর মনোনীত হন। এর পূর্বে তিনি নায়েব আমীর এবং সেক্রেটারী উমুরে খারেজা হিসেবে সেবা করেছেন। তিনি ফযলে ওমর ফাউন্ডেশন, নাসের ফাউন্ডেশন, তাহের ফাউন্ডেশনের ডাইরেক্টরও ছিলেন আর ১৯৮৪ সালে জামা'ত যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিল তখন কাজের সুবাদে সংবাদ মাধ্যমের সাথেও তাঁর যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল।তার স্ত্রী আমাতুল মু'মেন সাহেবা। তিনি মরহুম মালেক উমর আলী সাহেবের কন্যা। তার মায়ের নাম ছিল সৈয়্যদা সাঈদা বেগম, যিনি হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেবের কন্যা ছিলেন। তিনি বলেন, মওদুদ সাহেব খুবই সাদাসিধে প্রকৃতির, সৎ চরিত্রের অধিকারী, সহানুভূতিশীল, বিনয়ী এবং স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন। যার সাথেই তার সম্পর্ক ছিল তারা সবাই একথাই বলতো যে, এমন মনে হতো যেন আমাদের সাথে তার বহু বছরের পরিচিতি বা সম্পর্ক, তা সে জামা'তের ক্ষুদ্র কর্মকতাই হোক বা জ্যেষ্ঠ সদস্যই হোক। এরপর তিনি আরো বলেন, এমন একটি দিকও নেই যাতে আমি কোনভাবেস্বামী বা পিতা হিসেবে তার ভূমিকায় কোন ঘাটতি দেখেছি। আদর্শ স্বামী ছিলেন, আদর্শ পিতা ছিলেন এবং আদর্শ মানুষ ছিলেন আর প্রত্যেকেই তার আচরণে খুবই প্রভাবিত হতো।

তার ছেলে মামুন আহমদ খান বলেন, তিনি আদর্শ পিতা ছিলেন। শৈশবেই আমাদের মাঝে নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলেছেন। খুবই ছোট বয়স থেকেই আমাকে নিজের সাথে ফজরের নামাযে নিয়ে যেতেন এবং বড়দের সম্মান ও সেবা করার উপদেশ দিতেন। আমাদের দুই ভাইবোনের ওপর তার বেশ ভালো প্রভাব রয়েছে, বিশেষভাবে তার নামাযের প্রতি একাগ্রতা আর দ্বিতীয়ত তার আর্থিক কুরবানীর। আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রেওতিনি প্রথম সারিতে ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা যখন রাবওয়া যেতাম তখন তিনি আমাদেরকে বেহেশতী মাকবেরায় নিয়ে যেতেন এবং বুযুর্গদের কবর ও সাহাবীদের কবরের কাছে নিয়ে গিয়ে আমাদের কাছে তাদের পরিচয় তুলে ধরতেন। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ছিলেন, আত্মমর্যাদাবোধেরও অধিকারী ছিলেন, দরিদ্রদের সাথে খুবই বিনয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু কোন বড় অফিসারের সাথে নিজের উন্নতির স্বার্থে বা নিজের কোন উপকারের উদ্দেশ্যে সাক্ষাৎ করতেন না, বরং তাদের সামনে নিজের আত্মমর্যাদা বজায় রাখতেন। তার স্ত্রী বলেন,আমি তাকে রসিকতা করে বলতাম, আপনি সাধারণ মানুষের সাথে খুবই সুন্দরভাবে সাক্ষাৎ করেন কিন্তু যখন কোন বড় অফিসার সামনে আসে তখন আপনি বিশেষ এক আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে থাকেন, তখন মনে হয় যেন আপনার নবাবী মাথাচাড়া দেয়।

সিন্ধু প্রদেশের কারাবন্দীদের জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন। সেখানে শহীদপরিবারগুলোর জন্য যথেষ্ট কাজ করতেন। তার স্ত্রী বলেন, এসব সফরে আমাকেও সাথে নিয়ে যেতেন। সেসব পরিবারের যত্ন নিতেন, তাদের উপহারউপঢৌকন প্রদানের ব্যবস্থা করতেন। আতিথেয়তার গুণ তার মাঝে অনেক বেশি ছিল, যার উল্লেখ প্রত্যেক পত্র লেখকই করেছে।

তার স্ত্রীও বলেন, কখনো কখনো দশ মিনিট পূর্বে ফোন আসতো যে, এতজন মেহমান আসছেন, খাবার প্রস্তুত কর। সবসময় ফোনেই অবগত করতেন সাথে সাথে ফোন রেখে দিতেন যেন কোন অজুহাত প্রকাশের সুযোগই না থাকে। খেলাফতের সাথে তার অগাধ শ্রদ্ধা , ভালোবাসা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক ছিল। তার পুত্র বলেন, আমাকে, আমার বোনকে এবং আমাদের অন্যান্য শিশু-কিশোরদেরও তিনি উপদেশ দিতেন যে, সপ্তাহে একবার অবশ্যই যুগ-খলীফাকে নিজের অবস্থা সম্পর্কে অবগত করে চিঠি লিখে ফ্যাক্স করতে হবে এবং এই সম্পর্ককে আরো দৃঢ় করতে হবে।

কিছুদিন পূর্বে অর্থাৎ দু'বছর হলো তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন। চিকিৎসা চলতে থাকে আর আল্লাহ্ তা'লা র কৃপায় সুস্থও হয়ে যান। তিনি আমাকেও লিখেছেন যে, চিকিৎসা ঠিক আছে আর আমি পুনরায় অফিসে যাওয়াও আরম্ভ করেছি। প্রায় অর্ধেকের বেশি কাজ করা শুরু করেছি। কিন্তু কিছুদিন পূ র্বে আবার তার স্বাস্থ্য হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়, মনে হয়হার্ট এটাক হয়ফলে আর প্রাণ রক্ষা হয় নি। যাহোক তার যখন ক্যান্সারের চিকিৎসা চলছিল তখন তার সম্পর্কে ডাক্তার বলেন, আমরা তার আচরণে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। প্রথমত তিনি খুবই ধৈর্যশীল ও দৃঢ় মনোবলের অধিকারী, দ্বিতীয়ত তার সাথে কথা বলেজানতে পেরেছি যে, তিনি একজন বড় স্কলারও বটে। তার ছেলে বলেন, আমরা যখন যেতাম তখন আমাদের দেখে হাসপাতালের ডাক্তাররা সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যেতেন। অ-আহমদী যুবকরাও সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য আসে। এক যুবক আমাকে বলে যে, আমার জীবনে তার উত্তম চরিত্র ও মেন্টরশিপের বা দিকনির্দেশনার বেশ প্রভাব রয়েছে।

এরপর তার স্ত্রী বলেন, তার একটি বিশেষ গুণ হলো চাঁদা প্রদানের ব্যাপারে তিনি খুবই যত্নবান ছিলেন। তিনি বলেন, তার উপার্জন বেশ ভালো ছিল এবং তিনি বেশ বিত্তশালী ছিলেন, কিন্তু আমি কখনো তার আয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি, কখনো মনে জিজ্ঞেস করার কথা আসলেও সাহস হয়নি। কিন্তু কখনো কখনো চাঁদার তালিকায় চোখ পড়লে তখন বুঝা যেতে যে, তিনি কত চাঁদা দিচ্ছেন আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে তার আয় কত। এছাড়া প্রয়াত ব্যক্তিবর্গের নামে দেয়া চাঁদারও এক দীর্ঘ তালিকা ছিল। তিনি বলতেন, সংসারে খরচ কমিয়ে জামা'তের জন্য অধিক কুরবানী কর। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমার এমন মনে হতো যে, তিনি অধিক উপার্জন করেনই জামা'তকে বেশি বেশি দেয়ার জন্য। তিনি অভিযোগ করাকে চরম ঘৃণা করতেন। সবাই তার সম্পর্কে এ কথা বলে, আর আমি নিজেও এ কথার সাক্ষী। তিনি এটিকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন এবং সবাইকে নিষেধ করতেন। তার স্ত্রী বলেন, কখনো কারো বিরুদ্ধে কোন কথা শুনেন নি। একজনের কথা আরেকজনকে পৌঁছানোর তিনি একান্ত বিরোধী ছিলেন। আর একটি নসীহত যা তিনি বেশ কয়েকবার করেছেন তা হলো- জীবনে কারো কাছে কোন আশা রাখবে না, যা করার তা নিজ শক্তিবলে কর, যেন পরবর্তীতে কারো প্রতি কোনো অভিযোগ না থাকে।

মেজর বশীর তারেক সাহেব বর্ণনা করেন যে, একবার তিনি তাকে বলেন, তিনিও তখন নায়েব আমীর বা অন্য কোন পদে ছিলেন, যাহোক, তিনি তাকে বলেন, আপনি খুব বেশি নমনীয় আচরণ করেন, প্রয়োজনে কিছুটা কঠোর হন, কোন কোন কাজে কিছুটা কঠোরতা প্রদর্শন করতে হয়।এতে তিনি (মওদুদ সাহেব) উত্তর দেন যে, আপনি একজন স্বেচ্ছাসেবীর প্রতি কীভাবে কঠোরতা প্রদর্শন করতে পারেন, যেনিজের মূল্যবান সময় বের করে জামা'তের সেবার জন্য এসেছে, তার সাথে কঠোর ব্যবহার কীভাবে করতে পারেন। অতএব তিনি অত্যন্ত ভালোবাসা ও স্নেহের সাথে কাজ আদায় করেছেন। অতএব খোদ্দামরা এবং কায়েদ সাহেবরাও আমাকে লিখেছেযে, আমাদের কাছ থেকে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে তিনি কাজ আদায় করতেন। খোদ্দামরা ডিউটিও করত। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে করাচী জামা'ত ডিউটিও দিতো, বরং কেন্দ্রের নির্দেশ ছিল যে, আমীরদের সাথে নিরাপত্তা প্রহরী থাকা উচিত। যার ফলে খোদ্দামগণ ডিউটিতে গেলে তিনি তাদের যত্ন নিতেন। তিনি তাদের বলতেন ঘরে পৌঁছে আমাকে ফোন করে জানাবে যে,নিরাপদে পৌঁছেছ কিনা। কায়েদ সাহেব লিখেন, কখনো আমার কাছে যদি নিজের বাহন না থাকতো তখন তিনি তার গাড়ি আমাকে দিয়ে দিতেন আর বলতেন যে, ঘরে নিয়ে যাও, যেন তুমি নিরাপদে ঘরে পৌঁছতে পার।

তার কন্যা বলেন, শৈশব থেকেই আব্বা আমাদের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় বিশ্বাস, খেলাফতের প্রতি নিষ্ঠা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যুগ খলীফার প্রতি আনুত্যের অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আর এতে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য আমাদেরকে নসীহতও করতেন। অসুস্থতার সময়েও সরাসরি জলসার অনুষ্ঠান শুনেছেন। লাইভ স্ট্রীমে যুক্তরাষ্ট্রের জলসা শুনেন। আমাকে প্রতিদিন বলতেন যে, তুমিও শুন। জার্মানী এবং কানাডার জলসা যখন একসাথে হচ্ছিল, তখন তার মেয়ে যিনি কানাডায় থাকেন তিনি বলেন, আমি জলসায় এসেছি।তখন তিনি বলেন যে, আমি জার্মানীর জলসা শুনছি। খুতবা ইত্যাদি রীতিমত শোনার তার অভ্যাস ছিল। রমজান মাস খুব ভাবগাম্ভীয্যের সাথে পালন করতেন। এই মাসে কখনো কোথাও সফরে যাওয়ার প্রোগ্রাম করতেন না, যেতে রমজানের যে মর্যাদা রয়েছে তা অক্ষুণ্ন থাকে। এতে অনেক মানুষের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে যারা ছোট ছোট বিষয়ে সফরের অজুহাত দাঁড় করায় আর রোযা ছেড়ে দেয়।

করাচীর একজন সাবেক মুরব্বী সৈয়্যদ হোসেন আহমদ, যিনি তার কাযিনও বটে, তিনি বলেন, করাচীতে অবস্থানকালে আমি যখন সেখানে মুরব্বী ছিলাম তখন আমেলা সভায় কোন কঠিন বিষয়ে অধিকাংশ সময় এটি বলতেন যে, এগুলো আল্লাহ্রকাজ, আমরা তো কেবল হাত লাগাবো, তাই আমাদের নিজেদের চেষ্টা পুরোপুরি করা উচিত। প্রত্যেক সাক্ষাৎকারীকে দাঁড়িয়েস্বাগত জানাতেন, প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীর আবেদন তিনি গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং পড়তেন আর যথাযথ ব্যবস্থানিতেন। এতিম, বিধবা এবং দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। জামা'তের বাজেটে স্বল্পতা সত্ত্বেও তিনি (সাহায্য করার)কোন না কোন উপায় বের করে নিতেন।

করাচীর এক ভদ্রমহিলা মরিয়ম সমার সাহেবা বলেন, তিনি কেবল তার সন্তানদের জন্যই নয় বরং পুরো করাচী জামা'তের জন্য একজন স্নেহশীল পিতার মতো ছিলেন আর সবার আনন্দ-বেদনায় অংশীদার হতেন। সবার মঙ্গলের চিন্তা করতেন। অত্যন্ত বিনয়ী এবং বিচক্ষণ মানুষ ছিলেন। একবার কোন অনুষ্ঠানে তার নাম নবাব মওদুদ আহমদ খান লেখা হলে তিনি নিজের কলম দিয়ে নবাব শব্দটি কেটে দেন।

ভারপ্রাপ্ত নায়েব আমীর কুরাইশী মাহমুদ সাহেব বলেন, তিনি তার এমারতকালে অত্যন্ত স্নেহশীল এবং দয়ালু পিতার মতো করাচী জামা'তের সদস্যদের পথনির্দেশনা প্রদান ক রেন আর সর্বজনপ্রিয়, স্নেহশীল এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ধৈর্যশীল, নম্র প্রকৃতি ও বিনয়ী স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তার ব্যক্তিত্বের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল তার বিনয়ভাব।বড় হোক বা ছোট, ধনী হোক বা দরিদ্র, শিক্ষিত হোক বা অশিক্ষিত-সবার সাথে অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে সাক্ষাৎ করতেন আরগভীর মনোযোগের সাথে তাদের কথা শুনতেন এবং তাদেরকে পরামর্শে ধন্য করতেন। ছোট হোক বা বড় যেইআসতে নিজের আসন থেকে উঠে সাক্ষাৎ করতেন। জামা'তী দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতিদিন অনেক রাত পর্যন্ত বেশ কয়েকঘন্টা অফিসে বসতেন এবং অর্পিত জামা'তী দায়িত্ব পালন করতেন।নিজ দপ্তর থেকে সোজা জামা'তের দপ্তরে যেতেন এবং রাত ১০টা পর্যন্ত সেখানে বসতেন। এরপর জামা'তের শিশু এবং তরুণদের শিক্ষা অর্জনেঅনুপ্রাণিত করারঅনেক চেষ্টা করতেন। আমীর হিসেবে তিনি প্রত্যেক বিভাগের সেক্রেটারীর সাথে, অধিকন্তু হালকা প্রেসিডেন্টদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রাখতেন এবং বিভিন্ন সময়েসংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজে তাদের পথ নির্দেশনা দি তেন। পাকিস্তানের আনসারুল্লাহ্র সদর সাহেব লিখেন, জামা'তের তালীম এবং তরবিয়তের জন্য তিনি অত্যন্ত চিন্তিত থাকতেন। তিনি বলেন, একবার আমি সেখানে ট্যুরে যাই, কর্মকর্তাদের রিফ্রেশার্স কোর্স ছিল; তিনি আমার কাছে আসেন আর অত্যন্ত বেদনাভরা কণ্ঠে আমাকে বলেন, 'আপনি রিফ্রেশার্স কোর্স করাতে করাচি এসেছেন, আমি আপনাকে শুধু এটা জানাতে চাই যে, আজ ফজরের নামাযে মসজিদে আমরা কেবল তিনজন আনসার উপস্থিত ছিলাম, অথচ মসজিদের কাছাকাছি অনেকগুলো বাসা রয়েছে আর সবার কাছে গাড়িও আছে, সহজেই ফজরের নামাযে আসতে পারেন।' এরপর তিনি বলেন, 'এই মিটিংয়ে সব কর্মকর্তাই এসেছেন, আপনি তাদেরকে বুঝান, প্রথমত তারা যেন নিজেদের মাঝে পুণ্যময় ও পবিত্র পরিবর্তন আনয়ন করে এবং ইবাদতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়আর এরপর নিজেদের সন্তানসন্ততি ও তরুণ প্রজন্মের তালিম-তরবিয়তের ব্যাপারেও চিন্তা করে।' তিনি বলেন, যখন তিনি এই কথাগুলো বলছিলেন তখন তার মাঝে এক বেদনা কাজ করছিল।

এরপর একজন ভদ্রমহিলা লিখেন, আমরা ভারতে যাচ্ছিলাম, অর্থাৎ কাদিয়ানে যাচ্ছিলাম। আমাদের সবার কাছেই কিছু না কিছু ভারতীয় মুদ্রা ছিল; প্রথমে আমাদের ধারণা এটিই ছিল যে, তা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, কিন্তু পরে বলা হয় যে, অনুমতি নেই। সবাইকে ফর্ম পূরণ করতে দেয়া হয়; ভারতীয় ইমিগ্রেশনের এক কর্মকর্তা তাদের বলেন, এমনিতে তো ভারতীয় মুদ্রা নিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই, কিন্তু আপনারা যদি ভুলবশত নিয়ে এসে থাকেন তাহলে কোন সমস্যা নেই, নিয়ে যান কিন্তুএই ফর্মে তাউল্লেখ করবেন না। কিন্তু আমীর সাহেব তার কথা মানেন নি, আর তার কাছে যে অর্থ ছিল তা ফর্মে উল্লেখ করেন অথচ তাঁর কাছে যে অর্থ ছিল তার পরিমাণটা অল্প ছিল না, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার রূপি ছিল । ইমিগ্রেশনের সেই কর্মকর্তা পুনরায় বলেন, এটা এখানে লিখবেন না, নতুবা আইনানুসারে আমরা সেই অর্থ জব্দ করতে বাধ্য। তারপরও তিনি পূর্ণ সততার সাথে ফর্মে সেই অর্থের উল্লেখ করেন এবং সানন্দে তাদেরকে পুরো অর্থ দিয়ে দেন যে 'ঠিক আছে, তোমরা এটা জব্দ কর'। ছাড়ের কোন সুযোগ নেন নি।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 15-22 Aug, 2019 Issue No.33-34

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমি যেমনটা উল্লেখ করেছি, খোদ্দামরাও লিখেছে যে 'আমাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন, ডিউটি-প্রদানকারীদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন; আর এমনভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন যেন আমরা তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করেছি।' করাচির রিগ-রোডের আমীর ইমতিয়াজ হোসেন শাহেদ সাহেব বলেন, আমি যদি তার ব্যক্তিত্বকে কয়েক শব্দে বর্ণনা করতে চাই তাহলে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সামনে আসবে সেগুলো হলো– দীনতা ও বিনয়, খিলাফতের প্রতি ভালোবাসা এবং জামা'তের ব্যবস্থাপনার প্রতি সম্মান। তিনি আরও বলেন, ২০১৬ সালে করাচিতে স্থানীয় আমীরের ব্যবস্থাপনা চালু হয় এবং আমীর হিসেবে তাকে নিযুক্তি দেওয়া হয়। তিনি বলেন, আমি জেলা আমীর সাহেবের কাছে গিয়ে বললাম যে (আমার উপর) অনেক বড় দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তখন তিনি আমাকে বলেন, গুরু দায়িত্ব তো বটেই, সবসময় স্মরণ রাখবেন– কখনো কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে, খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে দোয়ার জন্য চিঠি লিখবেন, তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা কৃপা করেন; আর বলেন, আমিও এটাই করি। নিয়মিতভাবে প্রতি সপ্তাহে করাচির যেই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানই হতো বা কোন ঘটনা ঘটতো বা আর্থিক বছরের সমাপ্তি হতো,জুমুআর পূর্বে আমাকে অবশ্যই দোয়ার জন্য লিখতেন।

খোদ্দামুল আহমদীয়ার কায়েদ বেলাল হায়দার টিপু বলেন, সূরা মুমিনূন আমীর সাহেবের কাছে খুবই প্রিয় ছিল; প্রায় খোদ্দামুল আহমদীয়ার অনুষ্ঠানে যখন তিলাওয়াত হতো, আমাকে বলতেন- সূরা মুমিনূন তিলাওয়াত করান, এরপর খুব স্নেহের সাথে উপদেশও দিতেন যে 'এই সূরা মন দিয়ে পড়বে, বিশেষভাবে এর প্রারম্ভিক অংশটুকু'। তিনি বলেন, আজও যখন আমি ভাবি তখন আমার মন সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি নিজের নামাযের সুরক্ষার নিমিত্তে সবরকম বৃথা বিষয় এড়িয়ে চলেছেন, আর তিনি আমাদেরকে এক উন্নত দৃষ্টান্ত হয়ে দেখিয়েছেন যে, মুমিন কীভাবে সাফল্য লাভ করতে পারে। তিনি আরও বলেন, দ্বিতীয় যে উপদেশ আমার মনে আছে তা হলো– একদিন তিনি আমাকে নির্জনে খুব স্নেহের সাথে বলেন, 'আমার সারা জীবনের নির্যাস হলো– প্রতি সপ্তাহে খলীফায়ে ওয়াক্তকে অবশ্যই চিঠি লিখবে'; আর খুব ভালোবাসার সাথে আমাকে এই কথাটি বোঝান এবং বলেন, 'আমি নিজেও এদ্বারা উপকৃত হচ্ছি'।

প্রকৃতপক্ষেই তার মাঝে খিলাফতের প্রতি গভীর আনুগত্য ছিল, আর গভীর শ্রদ্ধাবোধও ছিল।(হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর) খান্দানের একটি ফাংশন হয়েছিল যেখানে এমন কিছু কথা হয় যা পরবর্তীতে আমি জানতে পারি। তখন আমি তাকেও লিখেছি যে, আপনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, এমনটি হওয়া উচিত ছিল না, আমি এমনটি আশা করি নি। প্রত্যুত্তরে তিনি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে চিঠিলেখেন তারপর তিনি আমাকে(আবার) লিখেন, আমি এ কথা ভেবে আনন্দিতও হয়েছি যে, আমরা স্বাধীন নই, আমাদেরকেবুঝানোর এবং তরবিয়ত করার কেউ আছেন। আর আমার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সম্পর্কে তিনি আমার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন আত্মীয়তা ছিল। খিলাফতের পূর্বে শ্রদ্ধার সম্পর্কতোছিলই কিন্তু খলীফা নির্বাচিত হবার পর তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আচরণ প্রদর্শন করতেন বরং যখন আমি নাযেরে আলা হই অর্থাৎ খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) যখন আমাকে নাযেরে আলা নিযুক্ত করেন তখনও তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ব্যবস্থাপনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে তিনি সকল অর্থে আমার সাথে বিশ্বস্ততা ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা এবং দয়ার আচরণ করুন। তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও তার পুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দান করুন।

দ্বিতীয় জানাযা হলো খলীফা আব্দুল আযীয সাহেবের, যিনি কানাডা জামাতের নায়েব আমীর ছিলেন। তিনি গত ৯ জুলাই তারিখে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন'**। জম্মু-কাশ্মীরের বিখ্যাত আহমদী খলীফা বংশের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। তার পিতা হযরত খলীফা আব্দুর রহীম সাহেব, দাদা হযরত খলীফা নূরুদ্দীন সাহেব জম্মুনী এবং নানা হযরত উমর বখশ সাহেব তিনজনই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার দাদা কাশ্মীরের শ্রীনগরের খানইয়ার মহল্লায় হযরত ঈসা (আ.)-এর কবর খুঁজে বের করার সৌভাগ্য হয়েছিল যার উল্লেখ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বীয় রচনাবলীতে বহু স্থানে উল্লেখ করেছেন। কানাডা জামা'তের প্রাথমিক সদস্যদের একজন ছিলেন। ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান থেকে কানাডায় স্থানান্তরিত হন । পেশায় তিনি একজন উকিল ছিলেন। এরপর সেখানে তিনি নিজের ল' ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। জামাতকেওসবসময় আইনী বিষয়াদিতে সাহায্য-সহযোগিতা করতেন। কানাডা জামা'তে তার সেবাকাল অর্ধ শতাব্দিরও বেশি। তিনি কানাডার প্রথম ন্যাশনাল সদর এবং কাযা বোর্ডের প্রথম সদর ছিলেন। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তিনি কানাডা জামাতের নায়েব আমীর হিসেবে সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ২০১০ সালে তিনি হজ্জ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির, সর্বজনপ্রিয়, সদা হাস্যোজ্জল, বিচক্ষণ,সঠিক মতামত দানকারী, ন্যায়নিষ্ঠাপরায়ণ এবং বিশ্বস্ত মানুষ ছিলেন। স্বাস্থ্য দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও তার উপর অর্পিত দায়িত্ব শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দৃঢ় মনমানসিকতা নিয়ে পালন করেছেন। খিলাফতের সাথে গভীর ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল। আমার পক্ষ থেকে যে নির্দেশনাই প্রদান করা হ তো সর্বদা তা যথাসাধ্য পালনের চেষ্টা করতেন। আল্লাহ্‌র কৃপায় তিনি মূসী (ওসীয়্যতকারী) ছিলেন।আল্লাহ্‌তা'লা তার সাথেও ক্ষমা এবং অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করুন আর তার উত্তরসূরীদেরকেও ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন অধিকন্তু তার পুণ্য কাজগুলিকে চলমান রাখার তৌফীক দান করুন।

****

১ম খুতবার শেষাংশ....

পর্যবেক্ষণ করেছি যে, আপনাদের চেহারায় সর্বদা হাসি লেগে থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা এসব বয়আত গ্রহণকারীর নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, ঈমান ও বিশ্বাসে উন্নতি দান করতে থাকুন আর আমাদের সবাইকেও জলসার কল্যাণ থেকে কল্যাণমণ্ডিত করুণ আর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার উত্তরাধিকারী করুন।

প্রচার মাধ্যমের সুবাদে এ বছর জার্মানীতে মোট তেরটি প্রচার মাধ্যম আমাদের জলসার সংবাদ প্রচার করেছে এবং তাদের ওয়েবসাইটেও (জলসার সংবাদ) দিয়েছে। এছাড়া ইতালি, চীন এবং স্লোভাকিয়ার অনলাইন পত্র-পত্রিকাও সংবাদ দিয়েছে। তাদের ধারণা অনুসারে দুই কোটি ছাব্বিশ লক্ষ মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছেছে। রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এর মাধ্যমেওবিভিন্ন প্রোগ্রাম আসতে থাকে, এর সুবাদেও তাদের ধারণা, এই কাজ এক সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে থাকবে আর এক বিলিয়ন লোকের কাছে (ইসলাম ও আহমদীয়াতের) বার্তা পৌঁছে যাবে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে, এই যে আমি এখনই রিভিউ অফ রিলিজিয়ন্স এর উল্লেখ করলাম, এই কাজ চলছে। এমটিএ আফ্রিকার মাধ্যমে আফ্রিকায় আমাদের যে পরিচিতি লাভ হয়েছে, সেখানেও জলসার অনুষ্ঠান দেখানো হয়েছে আর জার্মানীর জলসা উপলক্ষ্যে যেসব রিপোর্ট তৈরী করে পাঠানো হয়েছিল তা ঘানার জাতীয় টেলিভিশনও দেখিয়েছে আর গাম্বিয়ার জাতীয় টেলিভিশনও সম্প্রচার করেছে আর রুয়াণ্ডার জাতীয় টেলিভিশনও দেখিয়েছে, সিয়েরালিওন এর জাতীয় টেলিভিশনও দেখিয়েছে এবং উগাণ্ডার জাতীয় টেলিভিশনও দেখিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই জলসাকে কেন্দ্র করে বিশ্বজুড়ে ব্যাপক পরিসরে জামা'তের পরিচিতি হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লাসবদিক থেকে একে কল্যাণমণ্ডিত করুন।

রসুলের বাণী

যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, তার উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিবেন।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মানাকেব)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণের জ্যোতিকে অব্যাহত রাখতে ইসতেগফার প্রয়োজন।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত: ২রা ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir